ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 June, 2024 ■ আগরতলা ২ জুন ২০২৪ ইং ■ ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন

ভোট পড়েছে ৫৮.৮৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি. স.) ।। লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম এবং শেষ দফায়, সাতটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭ টি লোকসভা আসনের জন্য শনিবার সন্ধ্যায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এর সাথে, ১৯ এপ্রিল শুরু হওয়া বিশ্বের দীর্ঘতম ম্যারাথন ভোটিং প্রক্রিয়া শেষ হল।

নির্বাচন কমিশনের মতে, লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম ও শেষ ধাপে ৫৮.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ৬৯.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে এবং বিহারে সর্বনিম্ন ৪৯.১২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ভোটের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, নির্বাচন কমিশন বলেছে যে বিহারে ৪৯.১২ শতাংশ, চণ্ডীগড়ে ৬২.৮০ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশে ৬৬.৯১ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৬৮.১৬ শতাংশ, ওড়িশায় ৬২.৫৫ শতাংশ,

পাঞ্জাবে ৫৫.৫৮৮ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৫৫.৫৩ শতাংশ এবং উত্তর প্রদেশে ৬৯.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। ওড়িশা রাজ্য বিধানসভার বাকি ৪২টি আসনের জন্যও ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এখানে ৬২.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এদিন শেষ দফায় পাঞ্জাবের ১৩টি, হিমাচল প্রদেশের ৪টি, পশ্চিমবঙ্গের ৯টি, বিহারের ৮টি, ওড়িশার ৬টি, ঝাড়খণ্ডের ৩টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের একটি আসনের সবকটিতে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

এদিন সন্ধ্যায় এই পর্বের সমাপ্তির সাথে, ৫৪৩টি আসনের জন্য ১৯এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সাত দফা ম্যারাথন ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে।

এর সঙ্গে হিমাচল প্রদেশের ছয়টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনও শেষ হয়েছে। ধর্মশালায় ৬৬.২৭ শতাংশ, বারসারে ৫০ শতাংশ, লাহৌল ও স্পিতিতে ৭৩.৭২ শতাংশ, গাগরেতে ৬৮.২৮ শতাংশ, সুজনপুরে ৬৩ শতাংশ এবং কুটলেহার আসনে ৭১.৪০ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় মোদী ঝড়ের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১ জুন ।। বুথ ফেরত সমীক্ষায় মোদী ঝড়ের পূর্বাভাস মিলেছে। সমস্ত সমীক্ষক সংস্থা বিজেপি জোট এনডিএ-কে তিন শতাধিক আসনে জয়ী হওয়ার নিশ্চিয়তা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বুথ সমীক্ষার রিপোর্ট দেখে গেরুয়া শিবিরে আগামী ৪ জুন অকাল দীপাবলী এবং হোলি খেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সে মোতাবেক নরেন্দ্র মোদীও তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন।

এদিকে রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল জয়ের পূর্বাভাসও পাওয়া গেছে। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী প্রচুর ভোটে জয়লাভ করবেন বলে পূর্বাভাস।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ৪ জুন ভোট গণনার পরে জানা যাবে। তবে বিভিন্ন মিডিয়া গ্রুপ এবং সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বুথ ফেরত সমীক্ষা অর্থাৎ এক্সিট পোলগুলি স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে। এই হিসেব স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, নরেন্দ্র মোদি হ্যাটট্রিক করে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। লোকসভায় মোট ৫৪৩টি আসন রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ২৭২ টি আসনের প্রয়োজন। সমস্ত সমীক্ষার মূল্যায়ন অনুসারে, এনডিএ ৩৬১টি আসন, ইন্ডি জোট ১৪৫টি আসন এবং অন্যরা ৩৭টি আসন পেতে পারে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফার ভোট আজ শেষ হয়েছে। সপ্তম দফার ভোট শেষ হতে না হতেই সবার চোখ এখন নির্বাচনের ফলাফলের দিকে গিয়ে ঠেকেছে। এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এনডিএ জোট ও ইন্ডি জোটের মধ্যে। একদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এনডিএ এবার ৪০০ আসন পেরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য অর্জনে শোরগোল করছে। অন্যদিকে বিরোধীরা এবার ক্ষমতায় ফেরার দাবি করছে। এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০০ টিরও বেশি জনসভা ও নির্বাচনী সভায় অংশ নিয়েছেন।

ইন্ডিয়া নিউজ-ডি ডায়নামিক্সের এক্সিট পোল অনুসারে, এনডিএ ৩৭১টি লোকসভা আসন, ইন্ডি জোট ১২৫টি এবং অন্যান্য ৪৭টি লোকসভা আসন পেতে চলেছে। জন কি বাত-এর এক্সিট পোল অনুসারে, এনডিএ ৩৬২ থেকে ৩৯২ আসন, ইন্ডি জোট ১৪১ থেকে ১৬১ আসন এবং অন্যরা ১০ থেকে ২০ আসন পেতে পারে।

রিপাবলিক ভারত ম্যাট্রিজ এক্সিট পোল অনুমান করেছে, এনডিএ ৩৫৩ থেকে ৩৬৮ লোকসভা আসন জিততে পারে। ইন্ডি জোট ১১৮ থেকে ১৩৩ আসন পেতে পারে এবং অন্যরা ৪৩ থেকে ৪৮ আসন পেতে পারে। রিপাবলিক টিভি-পি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২০টি স্থানে ভোট গননা, সর্বদলীয় বৈঠকে সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। ত্রিপুরার দু’টি লোকসভা আসন এবং ৭-রামনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনা আগামী ৪ জুন, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। রাজ্যের জেলা ও মহকুমা হেড কোয়ার্টারের মোট ২০টি স্থানে এই ভোট গণনা পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল একথা জানান।

তিনি জানান, ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গণনা হবে ৭টি স্থানে এবং ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এসটি) সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গণনা ১৫টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিরবাজার এবং বিলোনীয়া এই দু’টি স্থানে উভয় সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট গণনা হবে। ইভিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে যুব মোর্চার বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। বিরোধীদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজপথে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মিছিলটি প্রদেশ বিজেপির মুখ্য কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।

এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বামগ্রেস যৌথভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে কুৎসা ও অপপ্রচার রটিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে খাদ্য, কাজ,আইন শৃঙ্খলা নেই বলে অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। আসলে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তেমনি, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার জনমুখী সরকারের বিরুদ্ধে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে যুব মোর্চা। বিশালগড়ে বিজেপি যুব

মোর্চা শনিবার বিকেল চারটায় বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেন। মিছিল উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব বিশালগড় বিজেপি মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি অনুরাগ চক্রবর্তী সহ যুব মোর্চার কার্যকর্তারা এদিনের এই মিছিলটি বিশালগড় মন্ডল কার্যালয় থেকে শুরু করে বিশালগড় রাজপথ কাঁপিয়ে অফিসটিলা গিয়ে সমাপ্তি হয়। এদিনই বিধায়ক সুশান্ত দেব শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার ছড়াচ্ছেন তাদেরকে করা হুঁশিয়ারি দেন।

শাসক দল বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্বরা এক একটা কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত।এই দিন বিশালগড়ের পাশাপাশি ত্রিপুরার ষাটটি বিভিন্ন মন্ডলে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।রাজ্যের বিরোধী বামপন্থী যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফ এর পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ডিএম ও এসডিএম অফিসে ডেপুটেশন দেওয়ার নামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার নেশা কারবারি জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তাতে সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা বিরোধী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা সফল করার লক্ষ্যেই পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখে চলেছে। দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করে থেকেও রক্ষা পায়নি বিশালগড়ের কুখ্যাত নেশা কারবারী ও নেশা কারবারের সহযোগী মামন মিয়া। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ বিশালগড় থানাধীন জাঙ্গালিয়া এলাকার মামুন মিয়ার বাড়ি থেকে ১০ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছিলেন পুলিশ। ওই সময় নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক হাসপাতালকে অত্যাধুনিক করার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। নরসিংগড়স্থিত মর্ডান সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যভিত্তিক হাসপাতাল রূপে যাত্রা শুরু করতে চলেছে। এ হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতালে উন্নীত করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আজ মডার্ন সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালটি পরিদর্শনকালে একথা বলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। এবং সেখানে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হন।

এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধীনে হাসপাতালটিকে না রেখে তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে। পাশাপাশি রোগীর সংখ্যার তুলনায় স্থানাভাব থাকার দরুণ একে ৫০ শয্যা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে পরিগণিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর ফলে রোগীদের পরিষেবা প্রদানের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি এই হাসপাতালে সাইক্রিয়াটিতে ডিএনবি কোর্স করার সুযোগও সম্প্রসারিত হবে। যার ফলে সাইক্রিয়াটিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা রাজ্যে বৃদ্ধি পাবে। পর্যালোচনায় দেখা যায় এই মুহূর্তে আজকের দিনে এখানে ১৯৩ জন রোগী রয়েছেন। মানসিক রোগীদের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন স্বাস্থ্য সচিব। টেলি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস (টেলি-মানস) সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন তিনি। এখানে ১৪৪১৬ এই নম্বরে যে কেউ ফোন করে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। এই নম্বরটিকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে স্বাস্থ্য সচিব নির্দেশ দেন। মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামের পর্যালোচনা করে এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। স্বাস্থ্য সচিব এই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, এডিকশন ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটি, চাইল্ড থেরাপি রুম সহ অন্যান্য পরিষেবার বিষয়ে পরিদর্শন করেন এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত খবরা-খবর নেন। ড্রাগ গ্রহণ করার কারণে যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে এখানে পরিসেবা পেতে এসেছেন এবং এখানে ওএসটি সেন্টার থেকে ওষুধ নিতে এসেছেন তাদের মধ্যে দুই একজনের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য সচিব।

তিনি হাসপাতালের ওভারহেড জলের ট্যাংক, ও অন্যান্য পরিষেবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল উদ্ধার কান্ডে ধৃত আরও এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। পিস্তল উদ্ধারকান্ডে জড়িত এক যুবতীকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। আজ তাকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ২৪ মে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতল রেলস্টেশন থেকে সন্দেহভাজন একজন ছেলে ও মেয়েকে আটক করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল পুলিশ। তাতে তাদের কাছ থেকে ৯ এমএম পিস্তল এবং দুটি পিস্তলের ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছিল। ধৃতরা হলেন, উত্তর মহারানীপুরের বাসিন্দা করণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার দফা দাবিতে শহরে বাম সংগঠনের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি প্রদান সহ ৪ দফা দাবিতে আজ রাজপথে মিছিল সংগঠিত করে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা ইউনিয়ন, সিআইটিইউ, সারা ভারত শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি এবং সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। র্পবতীতে বিভিন্ন বাম সংগঠন যৌথভাবে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনও প্রদান করে।

আজকের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে,পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, রমা দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, ১৯৭২ সালে পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। সরকারি এবং বেসরকারি সব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকার আছে। গত ৯ মে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীদের পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। রাজ্য সরকারকে সকল অঙ্গনারী সহায়িকা কর্মীদের অবসরে যাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে। ৩০ দিন পার হলে এর সঙ্গে ৭ শতাংশ সুদ সমেত সেটি প্রদান করতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের গ্র্যাচুইটি প্রদান নিয়ে তালবাহানা করছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিভিন্ন বাম সংগঠন।

এদিন তিনি বলেন, পাশাপাশি সরকারের নিকট ৪ দফা দাবি জানানো হয়েছে। সেগুলি হল, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের মজুরি বৃদ্ধি করা, চাকুরীর সময়সীমা বৃদ্ধি করা এবং ছাঁটাইকৃত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক মৃত্যু মেধাবী ছাত্রীর, শেষকৃত্যের জন্য বাবার কাছে নেই টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। মর্মান্তিক মৃত্যু মেধাবী ছাত্রীর। শেষকৃত্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য অসহায় বাবার কাছে টাকা নেই। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় শেষকৃত্য হয়েছে। তবে, শারীরিক কি সমস্যার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত বুধবার উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি কলোনি এলাকার বাসিন্দা সাবনুর বেগম(১২) অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরিবারের সদস্যরা সাথে সাথো তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাবনুরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তারপরেও মেয়েটিকে বাঁচানো যায়নি। সাবনুরের বাবা-মা জানিয়েছেন, মেয়েটি পড়াশোনার সাথে জমিতেও কাজ করতো। তবে, শারীরিক কি সমস্যার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

এদিকে অসহায় বাবা-মা তাদের ১২ বছরের মেয়ে সাবনুর বেগমের শেষকৃত্যের জন্য প্রতিবশিদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। সবার সহযোগিতার মাধ্যমেই শেষকৃত্য হয়েছিল। এমনকি সাবনুর অসুস্থ হওয়ার পর জিবি হাসপাতালে আনার সময়ও সাহায্য করেছিলেন প্রতিবেশিরাই।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৩০ ◘ ২ জুন ২০২৪ ইং◘ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ◘ রবিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ বাবা লোকনাথ ঠাকুরের তিরোদান দিবস

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন একজন হিন্দু সিদ্ধপুরুষ। তিনি বাবা লোকনাথ নামেও পরিচিত। হিন্দুধর্মানুশারীদের নিকট লোকনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পূজনীয় ব্যাক্তিত্ব। তিনি দেহত্যাগের পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের বারদী আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজি ক্যালেন্ডারের ২ জুন ঘরে ঘরে পালিত হইবে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস। বাঙালি ঘরে ঘরেই বাবা লোকনাথ এদিন পূজিত হন। লোকনাথ বাবাকে সামান্য পুজো দিয়া তুষ্ট করা যায়। লোকনাথ বাবা ভক্তের সব ধরনের ইচ্ছা পূরণ করেন। ঘরোয়া সাধারণ উপকরণেই সম্পন্ন করা হয় বাবা লোকনাথের পুজো এবং উপাসনা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কচুয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হইয়াছিল তাঁহার। লোকনাথ দেবের বাবা ছিলেন রামনারায়ণ ঘোষাল আর মা কমলা দেবী। অনেকে মনে করেন বাবা লোকনাথ হইলেন স্বয়ং দেবাধিদেব মহাদেবের অবতার। লোকনাথ দেব বরাবরই তাঁহার ভক্তদের কাছে খুবই জাগ্রত একজন দেবতা। বাবা লোকনাথ বরাবরই খুবই সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। তাই খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট তিনি। তাঁহার পুজোয় কোনও বিশেষ আড়ম্বরেরও প্রয়োজন হয় না। তাঁহার আরাধনা করিলে সব বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার ভক্তদের মনের বিশ্বাস। ”রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব। ঊনিশ শতকের বিখ্যাত রহস্যবাদী সাধক এবং সমাজ সংস্কারক বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী যখন তুষার-ঢাকা হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছিয়াছিলেন যখন তিনি দেশের প্রতিটি মন্দির, আশ্রম, তীর্থস্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন , তখন তিনি গোপন গুহাগুলির মধ্যে আসিয়াছিলেন যেখানে কোনও সাধারণ মানুষ যাইতে পারে না। তাহার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির জোরে গুহাগুলির গভীরে প্রবেশ করিয়া বিজয় এক জায়গায় বসিয়া থাকা প্রাচীন চেহারার যোগীদের দেখিতে পান।গভীর ধ্যানে বসিবার সময় যোগীগণের উচ্চতা এতই লম্বা ছিল যে, তিনি সেখানে স্থানান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেই বিজয়ের উচ্চতায় পৌঁছিয়াছিলেন। তাহাদের লম্বা ম্যাট করা চুলগুলি বটগাছের প্রাচীন শিকড়ের মতো মাটিতে আবদ্ধ ছিল।

যোগীদের দেখিয়া সাধক বিজয় জানিতেন যে তাহাদের প্রাচীন দেহগুলি অন্তত কয়েক হাজার বছর আগেকার এবং হিমালয়ের উচ্চতায় তাহাদের গোপন উপস্থিতির কারণে নশ্বর জগতে ভাল এবং মন্দের মধ্যে ভারসাম্য ক্রমাগত পুনরুদ্ধার করা হইতেছে কম্পন শক্তির মাধ্যমে। তাঁহার বারবার ভক্তিমূলক কান্নার পরে, তাহাদের মধ্যে একজনই চোখ খুলিয়াছিলেন। তারপরে, এই মহান যোগী এইভাবে কথা বলিলেন: ’আপনি এত দূরে কেন আসিয়াছেন যখন আমাদের নিজের থেকে অনেক বড় একজন যোগী ইতিমধ্যেই এখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং আপনার নিজের বাড়ির কাছে বাস করিতেছেন? এই বলিয়া সে আবার চোখ বন্ধ করিল। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বিজয়ের কোন ধারণা ছিল না যে তাকে কি বলা হইয়াছিল।আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়া অনেক প্রচলিত কথা ও বিশ্বাস আছে। মনে করা হয় সব বিপদেই তাঁহাকে স্মরণ করিলে রক্ষা করেন তিনি। আজও তাঁহার অগণিত ভক্তেরা নিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পুজো করেন।

আইএসএফ-তৃণমূল খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত ভাঙড়, প্রহৃত সিপিএম এজেন্ট

ভাঙড়, ১ জুন (হি.স.): ভাঙড় ফের অশান্ত, শনিবার সকালে আইএসএফ-তৃণমূল খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়ের ফুলবাড়ি এলাকা। বুথে এজেন্ট বসাতে গেলে আইএসএফ কর্মীদের উপর আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পাল্টা আইএসএফের বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েক জন আহত। ঘটনাস্থলে রয়েছে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ সূত্রের খবর, ভাঙড় থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি এলাকায় আইএসএফ এবং তৃণমূলের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। আইএসএফ প্রার্থী এবং কর্মীদের পথ আটকানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। পাশাপাশি, ভাঙড়ের ঘোঁজের মাঠ এলাকায় সিপিএম এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।

ভোটের আগের রাতে ভাঙড়ে বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। আইএসএফের দাবি, বিভিন্ন জায়গায় সারা রাত তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূলের দলবল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ‘হুমকি’ দিয়ে এসেছে। উল্টো দিকে তৃণমূলের দাবি, আইএসএফ কর্মীরা সারা রাত এলাকায় বোমাবাজি করেছে। মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে। শুক্রবার রাতে আইএসএফ প্রার্থীর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগও উঠেছে। ভাঙচুর করা হয় প্রার্থীর গাড়ি। সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই রাতে ভাঙড় থানায় পৌঁছন আইএসএফ প্রার্থী। পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করেও তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ হয়।

ভোট দিলেন যোগী আদিত্যনাথ, বললেন ৪ জুন ফের মোদী সরকার গঠিত হবে

গোরক্ষপুর, ১ জুন (হি.স.): গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার সকালে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথে একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভোট দেওয়ার পর যোগী বলেছেন, ’আমি আশাবাদী, ৪ জুন ফের মোদী সরকার গঠিত হবে।’

গোরক্ষপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন রবি কিশান, সমাজবাদী পার্টির কাজল নিষাদ ও বহুজন সমাজ পার্টির জাভেদ আশরাফ। এই আসনে এবার ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, ’এটাই গণতন্ত্রের উৎসব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের বিষয়গুলি জনগণের সামনে তুলে ধরেছে, ভোটাররা দারুণ উৎসাহ দেখিয়েছেন, যাঁরা ভোট দিতে এসেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সমগ্র দেশে আমরা যে সমর্থন পাচ্ছি, তা দেখে বলতে পারি ৪ জুন ফলাফল আসবে, যে দল যুব সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করেছে তাঁরা সফল হবে...আমাদের বিশ্বাস, ৪ জুন ফের মোদী সরকার গঠন হবে।’

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনকথা ও অমর বাণী, যা আজও আমাদের পাথেয়...

জন্মাষ্টমী তিথিতেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী “রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।”

জন্মাষ্টমী তিথিতেই জন্ম হয়েছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর, ভক্তদের কাছে তিনি বাবা লোকনাথ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বাণী “রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।”

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১১৩৭ বঙ্গাব্দ বা ইংরেজি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ততালীন যশোহর জেলা আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চৌরশী চাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম রামনারায়ণ ও মায়ের নাম কমলা দেবী। বাবা ছিলেন ধার্মিক ব্রাহ্মণ। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান ছিলেন তিনি। লোকনাথকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করানোর জন্য ১১ বছরে উপনয়ন দিয়ে পাশের গ্রামের ভগবান গাঙ্গুলীর হাতে তুলে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গী হন বাল্যবন্ধু বেনীমাধব।

উপনয়ন শেষে লোকনাথ, বেনীমাধব ও ভগবান গাঙ্গুলী পদযাত্রা শুরু করেন। বিভিন্ন গ্রাম-শহর, নদ-নদী, জঙ্গল অতিক্রম করে প্রথমে কালীঘাটে এসে যোগ সাধনা শুরু করেন। এইরূপে গুরুর আদেশে বিভিন্ন স্থানে যোগ সাধনা ও ব্রত করে শেষ পর্যন্ত লোকনাথ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তারপর শুরু হয় দেশ ভ্রমণ। প্রথমে হিমালয় থেকে কাবুল দেশে আসেন। সেখানে মোল্লা সাদী নামে এক মুসলমানের সঙ্গে কোরান, বেদ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে ইসলামধর্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

এবার গুরুকে বাদ দিয়ে তাঁরা দু'জনে পদযাত্রায় আবার দেশভ্রমণ শুরু করেন। প্রথমে আফগানিস্তান, পারস্য, আরব, মক্কা-মদীনা, মক্কেশ্বর তীর্থস্থান, তুরস্ক, ইতালি, গ্রিস, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইউরোপ-সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে দেশে ফিরে আসেন এবং পরে দেশের ভিতর হরিদ্বার, হিমালয় তীর্থ, বদ্রীনাথ, সুমেরু পর্বত, কাশিধাম ও কাবুল পরিদর্শন করেন। দিনে দিনে গুরুর বয়স একশ বছর ও শিষ্যদের বয়স পঞ্চাশ বছর হলো। গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী শিষ্য দু'জনকে শ্রী তৈলঙ্গস্বামীর (হিতলাল নামে যিনি পরিচিত) হাতে তুলে দিয়ে পরলোক গমন করেন।

নারায়ণগঞ্জের বারদীর জমিদার নাগ মহাশয় লোকনাথের কথা শুনে তাঁর জন্য জমি দান করেন এবং সেখানে মহা ধুম-ধামের সঙ্গে আশ্রম স্থাপন করা হয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের কথা শুনে দেশ-দেশান্তর হতে বহু ভক্ত এসে ভিড় জমাতে থাকেন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই বাবার আশ্রম তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। কোনো এক সময় ভাওয়ালের মহারাজ তাঁর ফটো তুলে রাখেন। যে ফটো বর্তমানে ঘরে ঘরে পূজিত হয়।

সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন। সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়।

ত্রিকালদর্শী বাবা লোকনাথ বলেছেন, ‘প্রতিদিন রাতে শোবার সময় সারাদিনের কাজের হিসাব-নিকাশ করবি অর্থাতভাল কাজ কী কী করেছিস আর খারাপ কাজ কী কী করেছিস? যে সকল কাজ খারাপ বলে বিবেচনা করলি সে সকল কাজ আর যাতে না করতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখবি।’ আবার তিনি বলেছেন, ‘সূর্য উঠলে যেমন আঁধার পালিয়ে যায়। গৃহস্থের ঘুম ভেঙে গেলে যেমন চোর পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বার-বার বিচার করলে খারাপ কাজ করবার প্রবৃত্তি পালিয়ে যাবে।’

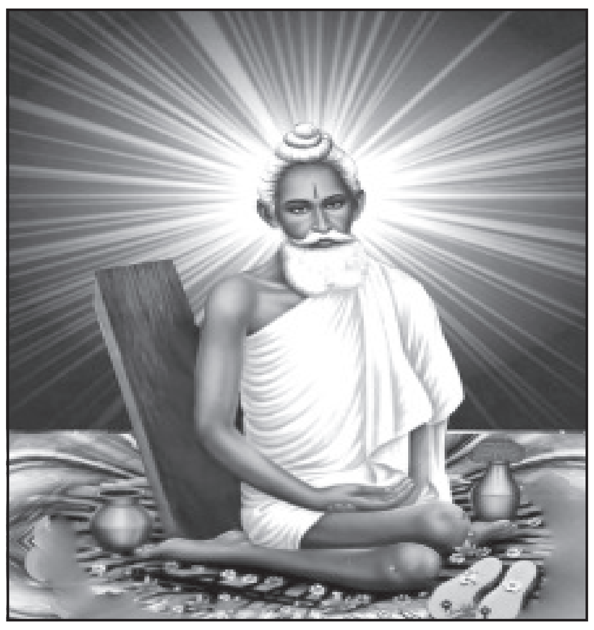

যারা অরণ্য বাঁচাচ্ছে, তারাই আজ ধ্বংসের মুখে

২০২২ সালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র জানায়, বনজঙ্গলের ওপরে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীগুলি একের পর এক প্রজন্ম ধরে বন সংরক্ষণ করে আসছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তাদের সবচেয়ে কম অবদান। তবুও তারাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটে চলা বিপর্যয়ের মুখে। জলবায়ু পরিবর্তন তাদের ওপর প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে নারীদের ওপর। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। পর্যটন প্রসারের ফলে চাহিদা বেড়েছে হোটেল, রিসর্ট, হোম স্টে-র, দরকার পড়ছে ঝাঁ চকচকে হাইওয়ের। নীলাদ্রি সরকার

বিগত এক দশকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় বাঙালির পছন্দের পর্যটন কেন্দ্রের তালিকায় ওপরে উঠে এসেছে। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বতম দিকে, মূলত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত অযোধ্যা পাহাড়ের সৌন্দর্যায়নের প্রধান কারণ ঘন দুর্গম অরণ্য এবং ছোট বড় অসংখ্য ঝরনা। কংক্রিটে আবৃত শহুরে কোলাহল থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে লাখো পর্যটক এখন বেছে নেয় অযোধ্যা পাহাড়ের সবুজ শ্যামল বনানীকে। সঙ্গে পুরুলিয়া জেলারই গড়পঞ্চকোট, জয়চণ্ডি, গাজাবুরু পাহাড়কে জুড়ে দিলেই পারফেক্ট উইকএন্ড গেটঅ্যাওয়ে রেডি।

পর্যটন শিল্পে অযোধ্যা পাহাড়ের সাম্প্রতিক ক্লেম টু ফেমের রূপকথায় অবশ্য বাংলার মূলধারার টিভি এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নাম করতেই হবে। এই শতকের প্রথম দুই দশকে টিভি সিরিয়াল এবং সিনেমার সৌজন্যে আদিবাসী ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি, বিশেষত ছৌ নাচ, এখন কলকাতার মূলধারার সাংস্কৃতিক পরিসরে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফলে সুশীল বাঙালি সমাজে আদিবাসীদের জীবন ও বুনিয়াদি জীবনের পদ্ধতি এবং তাদের কৃষ্টি-সৃষ্টি নিয়ে নতুন করে কল্পনাশক্তি এবং কৌতূহলের উদয় ঘটেছে, যার টানে কলকাতা বারবার আদিবাসী অধ্যুষিত অযোধ্যা পাহাড়ে ছুটে যায়। এই তালিকায় ঝাড়গ্রাম এবং বীরভূমকে অবশ্যই রাখতে হয়, কিন্তু প্রয়োজন অযোধ্যা পাহাড়ের ব্যাপারেই কয়েকটা জরুরি কথা বলার, মূলত সেখানকার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের যাপন প্রসঙ্গে।

আদিবাসী এবং জঙ্গল দেখার লোভ সামলাতে না পেরে সুশীল বাঙালি অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে দৌড়চ্ছে— এই কথা যেমন সত্য, তেমনই এটাও বাস্তব যে, বাঙালি পর্যটকদের সেখানকার সাঁওতাল সমাজের বেঁচে থাকার হালহকিকত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই। সিরিয়াল-সিনেমা দেখে আদিবাসী চেনা সুশীল বাঙালি পর্যটকদের ধারণা এটাই যে, স্থানীয় আদিবাসী মহিলারা সারা দিন পাঞ্চি শাড়ি পরে নাচে অথবা তারা পুরুষের সঙ্গে ছৌ শিল্পের প্রদর্শন করে এবং রাতে মহুয়া দিয়ে শুয়োরের মাংস খায়। সাঁওতাল এবং বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের মানুষও যে পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটা মফস্সল, গ্রাম—গঞ্জের মানুষের মতোই জামাকাপড় পরে, চাষ করে, দিনমজুর খাটে এবং আমাদের মতোই ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস খেয়ে অভাবের জীবন কাটায়, এই তথ্য সুশীল বাঙালি পর্যটকের কল্পনার বাইরে। এর ফলে ব্যক্তিগত পরিসরে সাঁওতাল এবং আদিবাসীদের সঙ্গে কোনও রকমের মেলবন্ধন ঘটাতে আমরা ব্যর্থ।

পর্যটকরা চার বেলা পেটভরে খেয়ে, দিনের বেলা জঙ্গলের সাইটসিইং করে আর সন্ধ্যায় ট্যুর অপারেটরের আয়োজন করা ছৌ নাচের পারফরম্যান্স দেখেই নিজের শখ মিটিয়ে নেয়। রিপোর্টিংয়ের কাজে অযোধ্যা পাহাড় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে কয়েকবার। সেরকমই এক ট্রিপে এক হোম স্টে-র মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। মজা করে বলেছিলেন, ‘আমি আর আমার বউ নাচতে পারি না, তাই আমাদের হোম স্টে-তে কেউ থাকতে আসে না। বেশিরভাগ হোম স্টে আমাদের মতো মানুষরাই চালায়, আর এই কারণেই হোম স্টে-র কনসেপ্ট এখনও এদিকটায় অত জনপ্রিয় হয়নি।’

এক কামরার হোম স্টে-টা দেখাতে দেখাতেই উনি আরও বলেছিলেন, ‘আপনিই বলুন তো আপনি মালিক হলে এই একটা নন—এসি বেসিক রুমের জন্য কত ভাড়া চাইতেন? পিক সিজনে ম্যাক্সিমাম ২০০০। সেই টাকা দিয়ে দুটো মানুষকে তিনটে ফুল মিল আর দু'বার স্ন্যাক্স দিয়ে আবার শিল্পী ভাড়া করে শো দেখানো সম্ভব না আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে। তাই একটু বেশি টাকা ব্যয় করে হলেও সবাই বড় হোটেল-রিসর্টেই যায়। এসি রুম প্লাস বিনোদনের ভরপুর ব্যবস্থা।’

পাল্টা কী বলব, সেদিন বুঝে উঠতে পারিনি। পরে অবশ্য ভেবে অবাক হয়েছি যে, অযোধ্যায় ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের মনে কেন এই প্রশ্ন জাগে না, কীভাবে এই প্রত্যন্ত জঙ্গলে কীসের বিনিময়ে একের পর এক ঝাঁ চকচকে বহুতল হোটেল এবং রিসর্ট তৈরি হয়ে চলেছে। প্রশ্ন করলে জানতে পারত, তাদের জঙ্গল আর আদিবাসী দেখার বাসনা চরিতার্থ করতে একর-একর অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে, স্থানীয়রা হারিয়ে ফেলছে তাদের প্রকৃত জীবনযাপনের পদ্ধতি, জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমগুলি, যেগুলি পুরোপুরি বনজঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল।

পর্যটন প্রসারের ফলে চাহিদা বেড়েছে হোটেল, রিসর্ট, হোম স্টে-র, দরকার পড়ছে ঝাঁ চকচকে হাইওয়ের, এক সময়ে অন্ধকারের কবলে থাকা আদিবাসী অঞ্চল আজ ভিন্ন ধরনের আলোয় আলোকিত। পর্যটন শিল্পের আগমনের অনেক আগেই অবশ্য আধুনিকতার নজর অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর পড়েছিল। আটের দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চারটি বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য অযোধ্যা পাহাড়কে বেছে রেখেছিল। বামনী নদীর ওপরে ৯০০ মেগাওয়াটের প্রথম প্রকল্পটি, যার নাম ‘পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট’ (পিপিএসপি), ২০০৭ সালে সম্পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় প্রকল্পটি, টুর্গা নালার মধ্যে ১০০০ মেগাওয়াটের ‘টুর্গা পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট’ (টিপিএসপি) কেন্দ্র সরকারের থেকে সমস্ত ছাড়পত্র পেয়ে গেছে এবং খুব শীঘ্রই হয়তো নির্মাণ শুরু হয়ে যাবে। তৃতীয় প্রকল্পটি হবে ৯০০ মেগাওয়াটের ‘বান্দু পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট’-এর (বিপিএসপি), যার টেন্ডার পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই বের করেছে এবং এক ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আদানির সংস্থা এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।

খাতায়-কলমে ‘পিপিএসপি’-র সৌজন্যে ৩৭৩ হেক্টর বনভূমি জলের তলায়। ‘টিপিএসপি’ আরও ২৩৪ হেক্টর বনভূমি ডুবিয়ে দেবে। এর ফলে দুই দশকের ব্যবধানে ৬০৭ হেক্টর (৯৫০ একরের বেশি) বনভূমি সাঁওতাল ও আদিবাসীদের হাতছাড়া হবে। ব্রিটিশ আমল থেকে শিল্পায়নের নামে অরণ্য ধ্বংস এবং আদিবাসীদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া রুখে দিতে ভারত সরকার ২০০৬ সালে তপশিলি উপজাতি এবং বনের মূলনিবাসী অধিকার আইন (বনাধিকার স্বীকৃত), সংক্ষেপে ‘বনাধিকার’ আইন নিয়ে এসেছিল। এই আইন স্বাধীন ভারতে প্রথমবার বন-জঙ্গলের সমস্ত সম্পদের ওপরে বনভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী এবং ঐতিহ্যগতভাবে বনের মূলনিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার ওপরে তাদের জীবিকা, বাসস্থান এবং অন্যান্য সামাজিক --- সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা নির্ভরশীল। দেশের একের পর এক বনভূমিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্র এবং সমাজের ঐতিহাসিক অবিচারকে প্রত্যাহার করাই এই বনাধিকার আইনের উদ্দেশ্য। বন সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রধানত বনবাসীদের ওপর দিয়ে, এই আইন জানায় বনভূমির ওপর কোনও রকমের উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে আগে ওখানে অবস্থিত প্রত্যেকটা গ্রামের গ্রমসভার অনুমতি নিতে হবে।

তবে অযোধ্যা পাহাড়ে ‘পিপিএসপি’ যে সময় নির্মাণাধীন ছিল, সেই সময় বনাধিকার আইনের বাস্তবায়ন হয়নি। যার ফলে গ্রামসভার অনুমতি যেমন নেওয়া হয়নি, তেমনই ওই বনভূমির ওপর নির্ভরশীল সমস্ত জনগোষ্ঠীকে চিরকালের জন্য তাদের বনসম্পদের ওপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। টুর্গা প্রোজেক্টের জন্যেও রাজ্য সরকার একই পথ অবলম্বন করতে চেয়েছে। তবে এইবার স্থানীয়রা আন্দোলনের পথে হেঁটেছে।

বনাধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সরকারকে হাই কোর্ট অবধি নিয়ে গেছে। কিন্তু এমন পোড়া কপাল তাদের যে, যে কেন্দ্রীয় সরকার একসময় বনাধিকার আইনের মতো অধিকার আদায়ের অস্ত্র তুলে দিয়েছিল, সেই কেন্দ্রীয় সরকার এখন দেশের পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের স্বার্থে বন সংরক্ষণের নতুন নিয়ম এনে এবং ১৯৮০-র বন সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে বলেছে, বনভূমিতে কাজের জন্য গ্রামসভার অনুমতি ছাড়াই এখন থেকে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো জুড়ে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামসভা সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের বনাধিকার আইনকে অগ্রাহ্য করা। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামসভার নির্ধারণ করা হয় রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী। এর ফলে গ্রাম স্তরে না, মৌজার স্তরে গ্রামসভা তৈরি করা হয় এই রাজ্যে।

একটি ইংরেজি ডিজিটাল পত্রিকার হয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় একজন স্থানীয় মহিলা, যিনি টুর্গা বিরোধী আন্দোলনের সদস্য ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছিলেন, ‘পিপিএসপি চলাকালীন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, আমরা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ পাব। টুর্গার ব্যাপারেও এখন আবার সেই এক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সরকার। কিন্তু বাস্তবে মাত্র তিনজন স্থানীয়কে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। আর আমরাও সবার মতো আলোর বিল দিয়েই বিদ্যুৎ কিনি।’

২০১০ সালে প্রকাশিত একটি যৌথ গবেষণাপত্রে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিষেক চক্রবর্তী এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমেন্দু চ্যাটার্জি প্রমাণ করেছিলেন যে, সামাজিক ও পরিবেশগত খরচ বিবেচনা করলে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি এবং জ্বালানি কাঠ, মহুয়া ফুল এবং অরণ্যবিনাশের ফলে মধুর ক্ষয়ক্ষতির মূল্য, পিপিএসপি---র বার্ষিক মুনাফা (INR ৮৭২.৭ কোটি বা USD ১১৫.৭ মিলিয়ন) প্রকল্পের বার্ষিক ব্যয়ের থেকে ছয় গুণ কম (INR ৫৮১৯.৫ কোটি বা USD ৭৭২ মিলিয়ন)।

টিপিএসপি---র ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সরকারি ভাবে জানিয়েছে যে, এই প্রকল্প ১৬৯ জনকে স্থায়ী কাজ দেবে এবং অস্থায়ী ভাবে ১৮.৯ লক্ষ ‘ম্যান-ডে’ নিশ্চিত করবে। তবে অধ্যাপক সৌমেন্দু চ্যাটার্জি মনে করেন, টুর্গা প্রকল্পেও লাভের থেকে লোকসান বেশি। বছর খানেক আগে একটি ইংরেজি রিপোর্ট লেখার সময় ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল, উনি বলেছিলেন, ‘টুর্গা প্রকল্পের ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হতে পারে, তা স্থানীয় জনগণ এবং এই অঞ্চলের ইকোলজির যে ক্ষতি, তার তুলনায় অনেকটাই কম। টুর্গার মতো নদীগুলি শুধুমাত্র বর্ষাকালে প্রবল প্রবাহ দেখতে পায়। বছরের বাকি সময়গুলিতে জলের স্তর খুব কম থাকে, কারণ পুরুলিয়া সাধারণভাবে একটি শুষ্ক অঞ্চল। পিপিএসপির মতো, জল সঞ্চয় করার ফলে, টুর্গা এবং পিপিএসপি---র জন্য অযোধ্যা পাহাড়ের নিচের অঞ্চলগুলিতে জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তিনি যোগ করেন যে, ভবিষ্যতে ওইসব জায়গায় কৃষিকাজ করাও খুব কঠিন হতে পারে।

কিন্তু উন্নয়নশীল থেকে উন্নত হওয়ার দৌড়ে এই দেশে এখন পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের যে বিশাল ক্ষতি, তা নিয়ে গুণী মানুষরা খুব একটা চিন্তিত নয়। ফলে কেন্দ্রের ইউটার্ন এবং রাজ্য সরকারের নিজস্ব আইনি ব্যবস্থার মরণফাঁদে পড়ে অযোধ্যা পাহাড়বাসী আরও একবার নিজেদের অধিকার, নিজেদের প্রাপ্যকে হারিয়ে ফেলার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তবে অযোধ্যা পাহাড়ের সাঁওতাল ও আদিবাসীদের লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার প্রভাব ওদের জীবনেই সীমিত থাকবে, এটা মনে করে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সৌভাগ্য আমাদের নেই। ভারতে বনবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়িত এই দেশের ক্লাইমেট চেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়াই।

২০১৯ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের ‘ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ’-এর (আইপিসিসি) একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বনবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার এবং বন সংরক্ষণ ও পরিচালনার অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা আমাদের সবার পক্ষে সহজ হবে। বনভূমির মূলনিবাসীদের পরম্পরাগত বনজঙ্গল পরিচালনা এবং রক্ষা করার পদ্ধতি কার্বন সঞ্চয়স্থান-সহ বনের ব্যবস্থাপনাও আরও উন্নত করে, দাবি করেছিল আইপিসিসি। আইপিসিসি—র রিপোর্টকে আরও খুঁটিয়ে দেখে ২০২২ সালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র এই সম্বন্ধে বলে, বনজঙ্গলের ওপরে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীগুলি একের পর এক প্রজন্ম ধরে বন সংরক্ষণ করে আসছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তাদের সবচেয়ে কম অবদান। তবুও তারাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটে চলা বিপর্যয়ের মুখে। জলবায়ু পরিবর্তন তাদের ওপর প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে নারীদের ওপর। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরও বাড়বে।

সমাধানে এই গবেষণাপত্রটি একই কথা বলে যে, বনবাসী মানুষদের জঙ্গলের ব্যাপারে চিরাচরিত জ্ঞান এবং বন সংরক্ষণের পদ্ধতিই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু পর্যটন শিল্পর চাহিদা মেটাতে গিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে সাঁওতালদের এই বুনিয়াদি জীবনের পদ্ধতিগুলি এখন সংকটকালে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে এয়ারবোর্ন লিডার সার্ভে চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

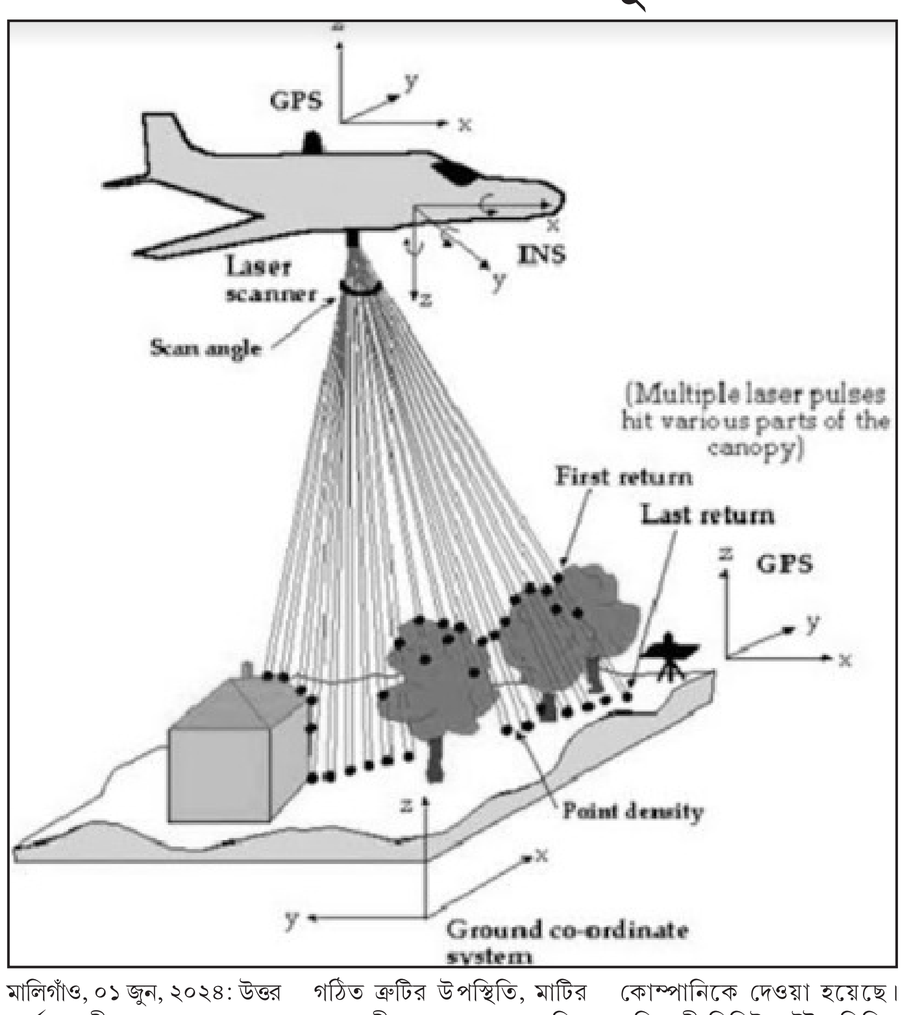

মালিগাঁও, ০১ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং-শিলচর হিল সেকশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে এয়ারবোর্ন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক লিডার সার্ভে চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই সার্ভেটি বর্ষার সময় এবং তার পরে পরিচালনা করা হবে। এই সার্ভের মাধ্যমে মাটির স্তরের প্রকার, স্লপের স্থায়িত্ব, পাহাড়ের কোনও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রাকৃতিক অথবা গঠিত ত্রুটির উপস্থিতি, মাটির স্তরের নীচে জল জমে থাকা, স্লিপ সার্কলের গঠন ও হিল টোর স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ করা হবে।

লামডিং-বদরপুর সেকশনের কিমি ৪৫ থেকে কিমি ১২৫-এর মধ্যে সার্ভে পরিচালনা করা হবে।

সার্ভের জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং নয়ডা ভিত্তিক মেসার্স গারুদাইউএভি সফ সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে। শক্তিশালী ডিজিটাল টুইন ভিত্তিক এ.আই. পরিচালিত ওয়ান পয়েন্ট মনিটরিং সিস্টেমের দ্বারা এই এয়ারবোর্ন গ্রাউন্ড সারফেস সার্ভে এবং সাব সারফেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সার্ভে চালানো হবে।

এর মাধ্যমে জিওফিজিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ও ভূগর্ভস্থ পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা হবে, যা ল্যান্ড স্লাইড/স্লিপ প্রবণ দুর্বল ও বিপদাশঙ্কুল স্থানে মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ট্র্যাকের অবস্থার প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফেইলার/গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিত করতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। এই সার্ভে নন-ইনভেসিভ সেন্সর অর্থাৎ লিডার(জ্জ্বঙ্গঙ্ট), অপ্টিক্যাল ফটোগ্রামেট্রি, ইনফ্রারেড ম্যাপিং ও গ্রাউন্ড পেনেট্রেটিং রাডার ও এয়ারবোর্ন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যবহার করে করা হবে। সার্ভের মাধ্যমে তৈরি করা হাজার হাজার তথ্যের উন্নত তুলনার জন্য আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স সফওয়্যারের দ্বারা ফলাফল অথবা আউটপুট বিশ্লেষণ করা হবে এবং এমন জটিলতাপূর্ণ স্থানের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণ এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের তথ্য পাওয়ার জন্য লিডার (লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। বিদ্যমান রেলওয়ে ট্র্যাক, নিকটবর্তী ভূখণ্ড ও যে কোনও প্রাসঙ্গিক পরিকাঠামো সহ প্রকল্পের স্থানের টপোগ্রাফি ক্যাপচাপ করতে এয়ারবোর্ন অথবা টেরেস্ট্রিয়াল লিডার স্ক্যানার ব্যবহার করে লিডার সার্ভে পরিচালনা করা হয়।

রেলওয়ে সার্ভে প্রকল্পে রেলওয়ের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তার জন্য সার্ভের কার্যকলাপ ও কৌশলের এক বিশাল পরিসর অন্তর্ভুক্ত থাকে। রেলওয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার সুরক্ষা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই সার্ভে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভোট দিলেন কলকাতা দক্ষিণের বাম প্রার্থী সায়রা, লড়াই তাঁর দেবশ্রী ও মালার সঙ্গে

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কলকাতা দক্ষিণ সংসদীয় আসনের সিপিআই (এম) প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। শনিবার সকালে কলকাতার একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কলকাতা দক্ষিণ আসনের বাম প্রার্থী সায়রা। এই কলকাতা দক্ষিণ আসনে তাঁর লড়াই হচ্ছে বিজেপির দেবশ্রী চৌধুরী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মালা রায়ের সঙ্গে।

ভোট দেওয়ার পর সায়রা শাহ হালিম বলেছেন, 'এজেন্টরা সব জায়গায় আছে। আমার কমরেডরা লড়াইয়ের ময়দানে। আমরা দেখব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে এখানে হিংসাকে উৎসাহিত করছেন। জনগণ তার জবাব দেবে।' বুথে সিসিটিভি-তে টেপ লাগানোর অভিযোগে তিনি বলেন, 'আমাদের এটা দেখতে হবে। আমরা অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করব।'

সপরিবারে ভোট দিলেন লালুপ্রসাদ, রাবড়ি দেবী বললেন ইন্ডি জোট সরকার গঠন করবে

পাটনা, ১ জুন (হি.স.): সপরিবারে ভোট দিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। শনিবার সকালে পাটনার একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং মেয়ে রোহিণী আচার্য্য। লোকসভা ভোটে সারণ সংসদীয় কেন্দ্রের প্রার্থী হলেন রোহিণী আচার্য্য।

ভোট দিয়ে বেরোনোর সময় লালুপ্রসাদ যাদব চুপচাপই ছিলেন, তবে লালুপ্রসাদ যাদবের স্ত্রী রাবড়ি দেবী মুখ খুলেছেন। রাবড়ি দেবী বলেছেন, 'আমরা বিহারের ৪০টি আসনের সবকটিতেই জিতব। ইন্ডি জোট ক্ষমতায় আসবে।'

লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফার ভোটপর্ব শুরু, বিপুল ভোট দিতে আহ্বান মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গেল। এই দফায় দেশের ৭টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি সংসদীয় আসনে হচ্ছে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল সাতটা থেকে, শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় মোট ৯০৪ জন প্রার্থী ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে। এই পর্বে ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, বারাণসীতে হচ্ছে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ। এই পর্বে অন্যান্য তারকা প্রার্থীরা হলেন - গোরক্ষপুরের বিজেপি প্রার্থী রবি কিশান। পাটনা সাহিবের বিজেপি প্রার্থী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বিহারের পাটলিপুত্রের আরজেডি প্রার্থী মিসা ভারতী। হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুরাগ সিং ঠাকুর, হিমাচলের মান্ডি আসনের বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবার আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সপ্তম দফায় যে ৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট হচ্ছে, সেগুলি হল - পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, চন্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গের ৯টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ, বিহারের ৮টি, চন্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি, হিমাচল প্রদেশের ৪টি, ঝাড়খণ্ডের ৩টি, ওড়িশার ৬টি, পঞ্জাবের ১৩টি এবং উত্তর প্রদেশের ১৩টি। অন্তিম দফার নির্বাচনে আরও বেশি সংখ্যায় ভোট দেওয়ার জন্য ভোটদাতাদের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, "আজ শেষ দফার লোকসভা নির্বাচন, ৫৭টি কেন্দ্রে ভোট হচ্ছে। আমার আশা যুব সম্প্রদায় এবং মহিলা ভোটারেরা রেকর্ড সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। চলুন, সবাই মিলে আমাদের গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক করে তুলি।"

৭টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি সংসদীয় কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ : দমদম, বসিরহাট, বারসাত, জয়নগর, ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, যাদবপুর, কলকাতা উত্তর এবং কলকাতা দক্ষিণ।

বিহার : পাটনা সাহিব, আরাহ, পাটলিপুত্র, বক্সার, নালন্দা, কারকাট, সাসারাম এবং জেহানাবাদ।

চন্ডীগড় : চন্ডীগড় সংসদীয় আসন।

হিমাচল প্রদেশ : কাংড়া, হামিরপুর, মান্ডি এবং শিমলা।

ঝাড়খণ্ড : গোড্ডা, রাজমহল এবং দুমকা।

ওড়িশা : ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক, বালেশ্বর, জগৎসিংহপুর, জাজপুর এবং কেন্দ্রপাড়া।

পঞ্জাব : গুরুদাসপুর, খাদুর সাহিব, অমৃতসর, জলন্ধর, আনন্দপুর সাহিব, হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা, ফরিদকোট, ফিরোজপুর, ফতেহগড় সাহিব, ভাটিন্ডা, সাংরুর এবং পাতিয়ালা।

উত্তর প্রদেশ : বারাণসী, গোরক্ষপুর, মহারাজগঞ্জ, কুশিনগর, বনসগাঁও, দেওরিয়া, ঘোসি, বালিয়া, সালেমপুর, গাজিপুর, চান্দাউলি, রবার্টসগঞ্জ এবং মির্জাপুর।

উল্লেখযোগ্য প্রার্থী

বারাণসী : নরেন্দ্র মোদী (বিজেপি), অজয় রাই (কংগ্রেস)

গোরক্ষপুর : রবি কিশান (বিজেপি), কাজল নিষাদ (সমাজবাদী পার্টি)

চান্দাউলি : মহেন্দ্র নাথ পান্ডে (বিজেপি)

পাটনা সাহিব : রবিশঙ্কর প্রসাদ (বিজেপি)

পাটলিপুত্র : মিসা ভারতী (আরজেডি), রাম কৃপাল যাদব (বিজেপি)

হামিরপুর : অনুরাগ ঠাকুর (বিজেপি)

মান্ডি : কঙ্গনা রানাউত (বিজেপি)

ডায়মন্ড হারবার : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)

কলকাতা উত্তর : তাপস রায় (বিজেপি), সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)

বারাসাত : কাকলি ঘোষ দস্তিদার (তৃণমূল কংগ্রেস), স্বপন মজুমদার (বিজেপি)

বসিরহাট : রেখা পাত্র (বিজেপি), হাজী নুরুল ইসলাম (তৃণমূল কংগ্রেস)

চণ্ডীগড় : মণীশ তিওয়ারি (কংগ্রেস), সঞ্জয় ট্যান্ডন (বিজেপি)

চোপড়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

চোপড়া, ১ জুন (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার মেরধাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম, মহম্মদ শমীম (২৩)। বাড়ি বিহারের পুঠিয়া থানা এলাকায়। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, চোপড়ার সাতরামগছে মাসখানেক আগে বিয়ে হয়েছিল যুবকের। এদিন সকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় বাইকটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ঘাতক লরিটিকে পরে চোপড়ার কালাগছ পেট্রোল পাম্প এলাকা থেকে আটক করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাস্তা থেকে বাস উধাও, অন্ধের যষ্ঠি মেট্রো আর ট্রেন

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): ঠা ঠা রোদে দক্ষিণ কলকাতার ব্যস্ততম চারমাথার মোড়ে বাস কার্যত নেই বললেই চলে। গোটা শহরেরই প্রায় এই দশা। তবে, অসহায়ের সহায় ছিল মেট্রো আর ট্রেন।

দক্ষিণ কলকাতায় ভোটের প্রভাব প্রায় সর্বাত্মক। হাজরা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, কসবায় দুপুর গড়াতেই আর লোকজনের দেখা নেই। গড়িয়াহাট মোড়ের চেনা ছবির বিন্দুমাত্রও নেই আজ। হকাররা ঝাঁপ ফেলে রেখেছেন, বড় বিপণিরও শাটার নামানো। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট রোড, ফার্ন রোড, হিন্দুস্তান রোড, ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস কার্যত শুনশান। শুধু যে সব স্কুলে বুথ হয়েছে, তার সামনেই ভোটারদের লাইন দেখা যাচ্ছে। মোটের ওপর দক্ষিণ কলকাতা অন্তত দুপুর অবধি শান্ত, নিস্তরঙ্গ।

হাজরার দিকে রাস্তার ধার ধরে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুটের বাস। গড়িয়াহাটের দিকের অটো স্ট্যান্ড খালি। গাড়ি হাতেগোনা। লেক মার্কেটের দিকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউকে দেখলে মনে হবে, ইঁট পেতে সাতজনের গলি ক্রিকেট খেলা যাবে! দোকানের ঝাঁপ ফেলা। শাটার নামানো রয়েছে লেক মলের।

দুপুর উত্তরে দেখা গেল, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে যেন ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। বাস প্রায় নেই।

গাড়ি, বাইকও অল্প। যদিও সতর্ক প্রহরায় রয়েছে কলকাতা পুলিশের তিনটি টহলদারি গাড়ি। আরও উত্তরে দমদম, নাগেরবাজার, বাঙ্গুরের একাধিক দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।

যশোহর রোডে নাগেরবাজার, বাঙ্গুর, ডায়মন্ড প্লাজা এলাকার ব্যস্ত অংশে বাস কার্যত হাতে গোনা। তবে রাস্তায় রয়েছে অটো।

লেকটাউন, বাগুইআটি, দমদম স্টেশন ইত্যাদি সব রুটেই পর্যাপ্ত পরিষেবা দিচ্ছেন অটোচালকরা। বাঙ্গুর থেকে বেলগাছিয়া মেট্রো রুটের এক অটোচালক জানালেন, দুপুরে খানিক বিরতির পর সন্ধ্যে থেকেও পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবেন তাঁরা।

নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি এড়াতে আজ একমাত্র সহায় হয়ে দাঁড়ায় মেট্রো। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র আগেই জানিয়েছিলেন, ভোটের দিন স্বাভাবিক থাকবে মেট্রো পরিষেবা। তবে শনিবার হওয়ার কারণে আজ রাত ১১ টার মেট্রো চালানো হবে না। সাধারণ সময়সূচি মেনেই রাত ৯.৪০ মিনিটে দমদম ও কবি সুভাষ থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে রাত ৯.২৮ মিনিটে। কিন্তু যাত্রীর অভাবে মাছি তাড়িয়েছে মেট্রো। বেলা গড়াতেই দেখা গেল, ট্রেন প্রায় খালি। উত্তর-দক্ষিণ লাইনের মতোই ফাঁকা ট্রেন চলেছে ইস্ট-ওয়েস্ট লাইনে। একইভাবে, শহরতলিতে ত্রাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকাল ট্রেন।

গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হরভজন, বললেন ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত

জলন্ধর, ১ জুন (হি.স.): গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ। শনিবার সকালে পঞ্জাবের জলন্ধরের একটি বুথকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন হজভজন সিং।

ভোট দেওয়্যার পর হরভজন সিং বলেছেন, 'আমি আশা করছি, বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে আসবেন এবং আমি জলন্ধরে সর্বাধিক ভোট চাই। এটা আমাদের কর্তব্য, আমরা যে সরকার চাই তা আনতে হবে, এমন একটি সরকার যা জনগণের জন্য কাজ করতে পারে।'

ভিআইপি সংস্কৃতি অবসানের দাবি জানিয়ে হরভজন সিং বলেছেন, 'আমি মোটেও ভিআইপি নই, ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত।

কেউ যদি লঙ্গারের জন্য এক কাতারে দাঁড়াতে পারে, তাহলে এখানেও দাঁড়াতে পারে।' ভোটদানের গুরুত্ব তুলে ধরে হরভজন সিং বলেছেন, 'আজকের দিনটি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, আমি সকলের কাছে আবেদন জানাব, আপনারা বেরিয়ে আসুন এবং ভোট দিন।'

ভোটাধিকার প্রয়োগ রবি কিশানের, বললেন ভারতকে বিশ্বগুরু করার জন্য ভোট দিয়েছি

গোরক্ষপুর, ১ জুন (হি.স.): গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন অভিনেতা ও রাজনীতিক রবি কিশান, তিনি আবার উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থীও। শনিবার সকালে নিজ সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন রবি কিশান ও তাঁর স্ত্রী প্রীতি কিশান।

গোরক্ষপুর আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন রবি কিশান, সমাজবাদী পার্টির কাজল নিষাদ ও বহুজন সমাজ পার্টির জাভেদ আশরাফ। এই আসনে এবার ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। ভোট দেওয়ার পর রবি কিশান বলেছেন, 'আমি বিকশিত ভারত, রাম রাজ্য ও ভারতকে "বিশ্বগুরু" করার জন্য ভোট দিয়েছি।'

মণিপুরে বন্যার্তদের ত্রাণ ও উদ্ধারে প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তা নিয়োগ সরকারের

ইমফল, ১ জুন (হি.স.) : বন্যার্তদের ত্রাণ ও উদ্ধার করতে রাজ্যের পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেছে মণিপুর সরকার। মণিপুর সরকার ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক রয়েছেন একজন করে নোডাল অফিসার। তাঁদের নিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। সমন্বয় কমিটির কর্মকর্তারা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির তদারকি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় রেখে দক্ষ উদ্ধার ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করবেন।

মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ, বন্যা-প্রভাবিত মহকুমাগুলিতে নিয়োজিত নোডাল অফিসাররা নিয়মিত পরিদর্শন, বাসিন্দাদের অভিযোগের সমাধান এবং ২৪অ৭ কন্টোল রুম খোলা রাখা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। একইভাবে নোডাল অফিসাররা উদ্ধার অভিযান এবং ত্রাণ শিবিরের তত্ত্বাবধান করবেন। অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদেরও একই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

তদুপরি সামগ্রিক উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন প্রচেষ্টার তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দু''দিনের ধ্যান ভাঙলেন মোদী, বিবেকানন্দকে সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

কন্যাকুমারী, ১ জুন (হি.স.): দু'দিন ধরে প্রায় ৪৫ ঘণ্টা ধরে ধ্যান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দুপুরে ধ্যান ভাঙলেন তিনি। তার পর আকাশি কুর্তা, সাদা ধুতি পরে বেরিয়ে এলেন বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল থেকে। ধ্যানের দ্বিতীয় দিনেও সূর্য্য প্রণাম করেন মোদী, পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোদী।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যানে বসেছিলেন মোদী। শনিবার দুপুর পর্যন্ত চলে ধ্যান। এই দু'দিন মৌনব্রত ছিল মোদীর। শুধুই তরল জাতীয় খাবার খেয়েছেন। দু''দিনই সূর্য্যোদয়ের সময় সূর্য্যকে অর্ঘ্য দেন মোদী। কখনও তিনি বেদির সামনে বসে প্রাণায়াম করেন। কখনও মালা জপ করেছেন। বিবেকানন্দের বিগ্রহের পায়ে ফুল সাজাতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তার পর বিগ্রহের চার পাশে ঘুরে আবার বসেন ধ্যানে।

কেজরির অন্তর্বর্তী জামিনের বিরোধিতা করল ইডি, ৫ জুন পর্যন্ত রায়দান সংরক্ষিত

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজড়িওয়ালের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সওয়াল-জবাব শেষে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছে আদালত। আগামী ৫ জুন রায়দান করবে আদালত।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন জানান কেজরিওয়াল। সেই আবেদনের শুনানি হয় শনিবার। ইডি-র পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছেন, 'গতকাল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছিলেন, তিনি ২ জুন আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু তিনি বলেননি যে, তিনি এখানেও একটি সুযোগ নেবেন। তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছেন না। গতকালের সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি।' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষ থেকে সওয়াল করেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এন হরিহরন। তিনি বলেন, এই আদালত যদি আমাদের কোনও রেহাই না দেয়, তবে আমার কোনও উপায় থাকবে না।' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এক সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে স্বাধীনতা দিয়েছে যে তিনি নিয়মিত জামিনের আবেদন করতে পারেন, কিন্তু অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। ইডি-র পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, কেজরিওয়ালের এক কেজি ওজন বেড়েছে, ৭ কেজি ওজন কমার কথা মিথ্যে।

"হিন্দু ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে", অভিযোগ যাদবপুরের অনির্বাণের

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): সকাল থেকেই প্রবল অশান্তির খবর আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থেকে। যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, একাধিক জায়গায় ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। বিশেষত, হিন্দু ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে।

অনির্বাণ বলেন, "এবার একটা নতুন প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে। হিন্দুরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। তাঁরা যাতে ভোট দিতে বেরতে না পারেন। সেই চেষ্টা চলছে।" বারুইপুর পূর্ব থেকেও অশান্তির খবর আসছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ভোটের একটা নেগেটিভ মডেল তৈরি হয়েছে। হুমকি-পেশী শক্তি দিয়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। সম্প্রদায় চিহ্নিত করে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।"

বিজেপি প্রার্থী বলেন, ভাঙড়, বারুইপুর বাদে বাকি জায়গায় ভোট ভালভাবে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাতেও তিনি সন্তুষ্ট। প্রার্থী মনে করিয়ে দেন, গত ১১ মার্চ বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বলেছিলেন, ১৫ দিন আগেই ভোটটা করিয়ে নেবেন। শুক্রবার রাতে চম্পাহাটি ও একাধিক জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁর লোকজন হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। অনির্বাণ বলেন, "এগুলো নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। একজন বিধায়ক প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার পরও কোনও পদক্ষেপ করা হল না।"

No. 4603 /SP/CC/CS/2024

Notice U/S 457(2) Cr.PC

Dated 165 12024

Reference: - Kalyanpur PS Case No. 2020KLN077, Dated. 21/10/2020. U/S-419/420/34 IPC IPC in c/w Ld Court kind order dated-13.05.24.

Whereas it appears that on 09.04.24 the complainant of the case namely Shri Tapas Datta S/o Late Hariprasad Datta of Kalyanpur, PS- Kalyanpur, District: Khowai submitted petition to the Ld court of Chief Judicial Magistrate, Khowai u/s-457(2) Cr.Pc for releasing of his frozen amount Rs-21,39,493/- in connection with the case, to his account. Now Ld court passed an order for publication of proclamation to ascertain whether the frozen amount belongs to the complainant or not.

I am now investigating the aforementioned case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure. Hence it is requested to appear before me with your Aadhaar Card/Pan Card and present residential proof on 10th July 2024 at 10:00 hrs (or within 07 days from the date of receiving of this notice in paper / Police Station) at office of Superintendent of Police, Cyber Crime Unit, Tripura Police Crime Branch, Agartala, West Tripura, PIN-799001 positively for the purpose of claiming frozen amount in c/w the case.

PACA/2/216/24

ICA/D- 216/24

Investigating officer
(Ashalata Debnath) Inspector of Police(I/C)
Serious Crime Unit Tripura Police Crime Branch Agartala (West)
Tripura (Mobile 9436351735)

SHORT NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tender from the interested lawful reputed Firms/Agencies/ Co-operatives having experience for supply of best quality Paper for printing of Ballot & other statutory forms for the ensuing General Panchayat Election-2024. Specifications of Paper, details terms & condition and other eligibility criteria may be collected from the office of the Director of Panchayats on or before 5:00 PM up to 07/06/2024. The last date of submission of quotations is 07/06/2024 up to 3:00 PM. Bid with necessary document shall be dropped in the Tender Box to be kept in the chamber of the Joint Director of Panchayats (HoO), P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura on or before 3:00 PM of 07/06/2024. Thereafter, no quotation will be received. The details about tender document and terms & condition please visit the website https://panchayat.tripura.gov.in/ & https://tripura.gov.in/. This is published with prior concurrence of ECI by the Additional Chief Electoral Officer, dated
Tripura vide letter No. F19(51)-CEO/CONDT/MCC/2024/Vol.II/314

1CA/C/05/24

Sd/-
Director of Panchayats,
Government of Tripura P.N. Complex,
Gurkhabasti, Agartala.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মধ্যরাতে খাওয়া কতটা ক্ষতিকর ?

অফিস থেকে ফিরতে রোজই দেরি হচ্ছে। বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান সেরে খাবার টেবিলে বসতে বসতে ঘড়ির কাঁটায় রাত গভীর হচ্ছে। দু'-এক দিন নয়, অনেকেরই প্রায় দিনেরই রুটিন এটাই। ছুটির দিনেও নানা কারণে এবং অভ্যাসবশত সেই রাত গড়ালেই খাচ্ছেন। বিভিন্ন গবেষণা জানাচ্ছে, বেশি রাতে খাবার খাওয়ার অভ্যাসই নানা অসুখের অন্যতম কারণ।

সপ্তাহে ৩-৪ দিন যদি এমন হয়ে থাকে, তা হলে ক্যানসারের ঝুঁকিও থাকে বলে মত চিকিৎসকদের। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, মধ্যরাতে খাবার খাওয়ার অভ্যাসে কোন সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে?

স্থূলতা

একে রাত করে খেতে বসেছেন, অন্য দিকে পাতে ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার। ওজন যে বাড়বে, তা নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নেই। স্থূলতার সমস্যার হাত ধরেই আবার শরীরে বাসা বাঁধবে ইউরিক অ্যাসিড, ডায়াবিটিসের মতো ক্রনিক রোগ।

হজমের গোলমাল

শুধু বাইরের খাবার খাওয়ার জন্য নয়, হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে রাত করে খাবার খেলেও। অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্যের সূত্রপাত সেখান থেকেই। দীর্ঘ দিন ধরে হজমের গোলমাল চলতে থাকলে একটা সময় মলাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও থাকে।

ডায়াবিটিস

রাতের খাবার দেরি করে খাওয়ার অভ্যাসে হতে পারে ডায়াবিটিস। বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট এবং চিনিযুক্ত খাবার যদি রাতে খাওয়া হয়, তা হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও প্রদাহজনিত নানা সমস্যাও জন্ম নিতে পারে এখান থেকে।

ঘুমে ব্যাঘাত

রাত করে খেলে ঘুমও সহজে আসতে চায় না। তখন অনিদ্রাজনিত রোগ হানা দেয়। সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত ঘুম অত্যন্ত জরুরি। কম ঘুম হলে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। হরমোনজনিত নানা সমস্যাও দেখা দিতে থাকে তখন।

বৃষ্টিভেজা দিনে বানিয়ে ফেলুন তিনটি ভিন্ন স্বাদের খিচুড়ি

রবিবার রাত থেকেই দাপট বাড়তে থাকে ঘূর্ণিঝড় রেমালের, উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে রেমাল। সোমবারেও প্রবল বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় জল জমেছে। সেই জল পেরিয়ে কেউ কেউ অফিস গিয়েছেন বটে, তবে অনেকেই "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" করছেন।

যখন-তখন ঝমঝমিয়ে নামছে বৃষ্টি। নাকে আসছে সোঁদা মাটির গন্ধ। অসহনীয় গরমের পর এ যেন এক টুকরো স্বস্তি। অকাল শ্রাবণ হলেও বৃষ্টি মানেই বাঙালির মনে উঁকি মারে খিচুড়ি। বাইরে অঝোর ধারায় বর্ষণ, ঠান্ডা হাওয়া আর গরম ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির মেলবন্ধন যেন স্বর্গসুখ এনে দেয় ভোজনরসিক বাঙালির মনে। বৃষ্টিভেজা দিনে সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন, রইল সুস্বাদু তেমন কয়েকটি খিচুড়ির রেসিপি।

মাংসের ভুনা খিচুড়ি

ননস্টিক কড়াই গরম করে আঁচ কমিয়ে ভেজে নিন মুগ ডাল। মুগ ডালের রং বাদামি হয়ে এলে নামিয়ে চালের সঙ্গে ধুয়ে জল ঝরাতে দিন। আর এক বার কড়াই গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ও গরম মশলা ভেজে নিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে এলে তাতে অল্প জল দিয়ে দিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আর এক বার নেড়ে নিন। কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর সব রকম গুঁড়ো মশলা ও নুন দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে তেল ছেড়ে এলে হাড় ছাড়া পাঁঠার মাংসের টুকরো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মিনিট কুড়ি ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিছু ক্ষণ পর ঢাকা খুলে চাল ও ডালের মিশ্রণটি মশলায় দিয়ে দিন। মিনিট দশেক আরও ভেজে নিন। চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে দিন। ভাজা হয়ে এলে তাতে গরম জল ঢেলে দিয়ে আবারও ঢাকা দিয়ে দিন। এক কাপ চাল-চালের মিশ্রণ হলে হলে দু'কাপ জল দিতে হবে। খানিক পরে ঢাকনা খুলে আরও এক বার নাড়াচাড়া করে ১০ মিনিটের জন্যে দমে বসান। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মাংসের ভুনা খিচুড়ি।

নারকেল দিয়ে খিচুড়ি

কড়াই গরম করে শুকনো খোলায় ডাল হালকা করে ভেজে নিন। তার পর নামিয়ে আলাদা করে রেখে দিন। অন্য দিকে চাল ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এ বার কড়াইয়ে তেল ও ঘি দিন। তেল-ঘি গরম হলে তাতে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে ও গোটা গরমমশলা দিন। এ বার চাল দিয়ে হালকা করে ভাজতে থাকুন। কিছু ক্ষণ নাড়ার পর একটু মিশে এলে ডাল দিয়ে ভাজুন। এ বার আদা-লঙ্কা বাটা, জিরে বাটা, হলুদ, নুন ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এর পর সামান্য গরম জল দিন। অন্য একটি কড়াইয়ে তেল দিয়ে টুকরো করে কেটে রাখা আলু, গাজর, বিন্স, মটরশুঁটি ভেজে নিন। এ বার চাল ও ডাল একটু সেদ্ধ হয়ে গেলেই তাতে আলু ও সব্জি মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। তার পর চিনি ও নারকেল কোরা উপর থেকে ছড়িয়ে দিন। সিদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করুন ও উপরে গরম মশলা, ঘি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন নারকেলের খিচুড়ি।

পালং খিচুড়ি

পালং শাক সেদ্ধ করে ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাল করে বেটে নিন। এ বার কুকারে তেল গরম করে জিরে, তেজপাতা, ফোড়ন দিয়ে ভেজে রাখা চাল-ডাল, নুন, হলুদ আর পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে নিন। এ বার একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে আদা, রসুন, দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। তার পর পেঁয়াজ কুচি, টম্যাটো কুচি, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে বেটে রাখা পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তার পর সিদ্ধ করা ডাল-চাল মিশিয়ে নিন। শেষে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এ বার আর একটি কড়াইয়ে ঘি গরম করে রসুন কুচি, শুকনো লঙ্কা কুচি ভেজে খিচুড়ির উপরে ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু পালং খিচুড়ি।

ক্যানসার কী ভাবে চিনবেন মারণরোগ

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ দিন গ্যাসের সমস্যায় ভুগলে, সেখান থেকেই নানা ধরনের ক্যানসার হানা দিতে পারে শরীরে। হজমের গোলমাল সংক্রান্ত ক্যানসার ইদানীং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যে কোনও বয়সে হানা দিচ্ছে। তাই এই ধরনের ক্যানসার নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

গ্যাস-অম্বল এবং হজমের গোলমালের হাত ধরে কোন ক্যানসারগুলি হতে পারে?

অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার

অতিরিক্ত ওজন, ধূমপানের প্রবণতা এবং হজমের সমস্যার কারণে এই ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার সহজে ধরা যায় না। ফলে দ্রুত নির্ণয় করাও কঠিন। তবে বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার চিহ্নিত করার। বার বার জন্ডিস হওয়া, পেটে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা, এবং নিত্যদিন বদহজমের সমস্যা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে।

মলাশয়ের ক্যানসার

কোষ্ঠকাঠিন্যের দীর্ঘ দিনের সমস্যা থেকে জন্ম নেয় মলাশয়ের ক্যানসার। প্রথম দিকে মলত্যাগ করতে গেলে হালকা রক্তপাত হয়। ক্রমশ রক্তপাতের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বেশি বয়সে এই ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও ইদানীং কমবয়সেও অতর্কিতে হানা দিচ্ছে এই ক্যানসার। তাই সতর্ক থাকা জরুরি বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। দীর্ঘ দিন ধরে তলপেটে ব্যথা, সারা ক্ষণ বমি বমি ভাব, ওজন কমে যাওয়া, এবং একটানা গ্যাসের সমস্যা এই ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ।

লিভার ক্যানসার লিভার ক্যানসার প্রধানত দুই প্রকার।ক্যানসার যখন সরাসরি লিভারে বাসা বাঁধে তাকে বলে "প্রাইমারি লিভার ক্যানসার" বা "হেপাটোসেলুলার (এইচসিসি) ক্যানসার"। যখন শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যানসার হয়, সেখান থেকেও ক্যানসার ছড়িয়ে পড়তে পারে যকৃতেও। এ ক্ষেত্রে সেটিকে "সেকেন্ডারি লিভার ক্যানসার" বা "মেটাস্ট্যাটিক লিভার ক্যানসার" বলা হয়। প্রাইমারি লিভার ক্যানসার খুব একটা দেখা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেকেন্ডারি লিভার ক্যানসার দেখা যায়। ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, রক্তবমি হওয়া, পেটের উপরের দিকে ব্যথা, খিদে কমে যাওয়ার মতো কিছু উপসর্গ দেখা দেয় এই ক্যানসারে আক্রান্ত হলে।

হেঁশেল নতুন করে সাজাবেন ? কী ভাবে

অনেক দিন ধরেই রান্নাঘরের ভোল বদলানোর কথা ভাবছেন। হেঁশেলের সাজ নিয়ে মনে বিচ্ছিন্ন কিছু ভাবনা আসছে। কিন্তু সেগুলি একজায়গায় করে একটা চূড়ান্ত পরিকল্পনা করতে পারছেন। নানা সময়ে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মনে এবং মাথায়। বাজেটেরও একটা সীমা আছে। সেটা যাতে ছাড়িয়ে না যায়, তাও ভাবতে হচ্ছে।

সেই সঙ্গে পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে ভাবনার সময়ও বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এখানে রইল পুরনো হেঁশেল নতুন করে সাজিয়ে তোলার কিছু পরিকল্পনা। জেনে রাখলে কাজে আসতে পারে।

১) রান্নাঘরের সাজ নিয়ে একটি স্পষ্ট ছবি থাকা চাই। কতটা বদলাতে চাইছেন, কী পরিবর্তন করবেন সেটা প্রথমেই ছকে নিতে হবে। পরিকল্পনা ছাড়া কোনও কাজ করলে মাঝপথে ঘেঁটে যেতে পারে। কোথায়, কী রাখলে সুবিধা হবে সেটা নিজেকেই বুঝতে হবে।

২) হেঁশেলের পুরনো জিনিসপত্র বদলে নতুন আনুন। তা হলে সাজ বেশ অন্যরকম হবে। হেঁশেলের জায়গা অনুযায়ী জিনিসপত্র বাছাই করুন। বাহারি জিনিসপত্র দিয়ে হেঁশেল ভরিয়ে ফেলার কোনও মানে নেই। হাত-পা ছড়িয়ে যাতে রান্নাবান্না করা যায়, সেটুকুর জন্য জায়গা রাখুন।

৩) হেঁশেলের দেওয়ালে কী রং করাবেন, সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন। খুব গাঢ় কোনও রঙ দেওয়ালে ব্যবহার না করাই শ্রেয়। আবার খুব হালকা রং হলেও সমস্যা। কোনও কারণে হলুদ, মশলার দাগ লেগে গেলে তা পরিষ্কার করা দুষ্কর হয়ে যায়।

৪) রান্নাঘরের আলোর সাজে জোর দিতে পারেন। রকমারি আলোয় রান্নাঘর ভরে উঠলে মন্দ লাগবে না। তবে আলো বাছাই করার ক্ষেত্রে মাথা খাটানো জরুরি। খুব চড়া আলো যেমন রান্নাঘরে ভাললাগবে না। তেমনি মৃদু আলোতেও রান্না করা উচিত নয়।

ডায়াবিটিস নিরাময়ও সম্ভব, নতুন গবেষণায়

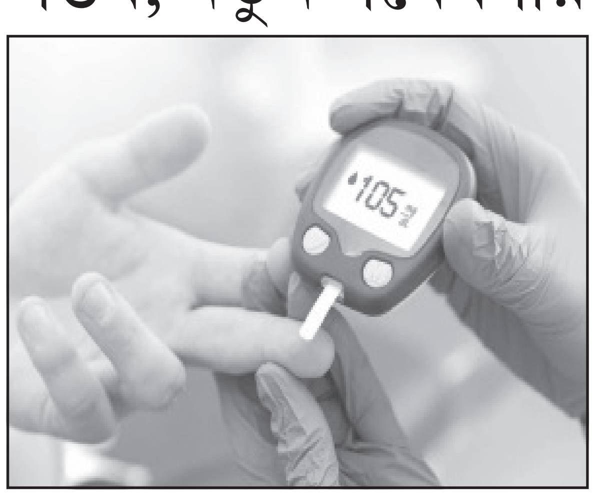

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না, এত দিন এই ধারণাই ছিল। রক্তে শর্করা বেড়ে গেলে রোগীর অবস্থা বুঝে খাওয়ার ওষুধ বা ইনসুলিনই দিতেন চিকিৎসকরা। কিন্তু বিশ্বে প্রথম বার এক রোগীর ডায়াবিটিস সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তুললেন চিনের একদল গবেষক-চিকিৎসক। তাঁদের দাবি, ডায়াবিটিস নির্মূল হওয়ার বছর দুয়েক অবধি কোনও ইনসুলিন বা ওষুধ খেতে হয়নি রোগীকে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রাও বিন্দুমাত্র ওঠানামা করেনি।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টে এই নতুন গবেষণার খবর ছাপা হয়েছে। সাংহাই চ্যাংঝেং হাসপাতালের চিকিৎসক ইন হাও এবং তাঁর টিম ডায়াবিটিস সারানোর নতুন এক উপায় আবিষ্কার করেছেন। মুখ্য গবেষক ইন ও তাঁর সহকারী কিফার দাবি করেছেন, নতুন উপায়ে কোষ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে ডায়াবিটিস সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তোলা সম্ভব।

কিফার বলছেন, ২০২১ সালে এক রোগী ডায়াবিটিসের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। তাঁর কিডনির অবস্থাও ভাল ছিল না। টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত ছিলেন সেই ব্যক্তি। ইনসুলিনও কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল। সেই সময় "আইলেট কোষ" প্রতিস্থাপন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন চিকিৎসকরা। আইলেট হল অনেকগুলো কোষের সমষ্টি। অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে থাকে এই কোষপুঞ্জ। তিন রকম আইলেট কোষ আছে আমাদের শরীরেআলফা, বিটা এবং ডেল্টা। আইলেট কোষপুঞ্জে আলফা কোষ থাকে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ এবং বিটা থাকে ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ। এই বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন বলে একটি হরমোন বের হয়। বিশেষ করে ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেলে সেটি গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় লিভারের মাধ্যমে। সেই গ্লুকোজকে দেহকোষের মধ্যে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে ইনসুলিন। আর আলফা কোষে থাকে গ্লুকাগন। এই গ্লুকাগন লিভারের মধ্যে গ্লুকোজকে ভেঙে তাকে জারিত করে। তখন শক্তি তৈরি হয়। যদি আইলেট কোষপুঞ্জ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এই গোটা প্রক্রিয়াটা ব্যাহত হয়। তখন গ্লুকোজ জারিত হতে না পেরে কোষে জমতে শুরু করে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়ে ডায়াবিটিস হয়। চিকিৎসকেরা তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন দিয়ে অথবা ওষুধ খাইয়ে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। চিনা গবেষকরা, এই প্রক্রিয়াটাই শরীরের ভিতরে নতুন করে তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বিশেষ উপায় নতুন করে অগ্ন্যাশয়ে আইলেট কোষপুঞ্জ প্রতিস্থাপন করছেন। পুরনো কোষ সরিয়ে নতুন কোষ প্রতিস্থাপন করছেন যাতে গোটা চক্রটা আবার শুরু হতে পারে। শরীর নিজে থেকেই ইনসুলিন তৈরি করতে পারে। বাইরে থেকে যাতে আর ইনসুলিন দেওয়ার দরকার না পড়ে। এই গবেষণা এত দিন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। প্রথম বার এক জন রোগীর উপর প্রয়োগ করে সাফল্য পাওয়া গেছে বলে দাবি। চিনা গবেষকরা জানাচ্ছেন, আগামী দিনে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডায়াবিটিস নির্মূল করাই তাঁদের আসল লক্ষ্য।

ওজন ঝরানোর ডায়েটে রাখতে পারেন মাখন

ভুঁড়ি দিন দিন বেড়েই চলেছে? কিন্তু জিমে যাওয়ার সময় নেই? ডায়েট ঠিকঠাক ভাবে মেনে চললে কিন্তু ওজন ঝরানো সম্ভব। পুষ্টিবিদদের মতে, নিয়ম করে পিনাট বাটার খেয়েও মেদ ঝরিয়ে ফেলা সম্ভব। ভাবছেন, মাখন খেয়ে কী করে কমতে পারে ওজন? শুনতে অবাক লাগলেও কথাটি সত্যি। জেনে নিন, কী করে তা সম্ভব। পিনাট বাটারে রয়েছে ট্রিপটোফান নামের উপাদান, যা ক্যালোরি ঝরাতে সাহায্য করে। তবে এতে ক্যালোরির মাত্রা বেশি থাকে। তাই ওজন ঝরানোর ডায়েটে এই মাখন রাখতে হলে পরিমাণের বিষয় সতর্ক থাকতে হবে। রোজের খাদ্যতালিকায় কী ভাবে রাখবেন পিনাট বাটার?

১) কলার সঙ্গে পিনাট বাটার খেলে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। কলায় রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম। তা ট্রিপটোফানের সঙ্গে মিশে আরও তাড়াতাড়ি ওজন কমায়। পিনাট বাটার ফাইবার ও প্রোটিনে ভরপুর। ফাইবার-সমৃদ্ধ এই মাখনটি পরিপাক ক্রিয়ার জন্য ভাল। এই মাখন খেলে দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা থাকে। টুকটাক অস্বাস্থ্যকর খাওয়ার প্রতি ঝোঁক কমে। ২) প্রাতরাশে ওটসের সঙ্গেও পিনাট বাটার খেতে পারেন। যাঁরা ওজন ঝরাতে চাইছেন, তাঁদের জন্য ওটস-দুধ আর পিনাট বাটারের স্মুদি খুব ভাল জলখাবার। চাইলে স্মুদিতে কলাও দিতে পারেন।

৩) অফিসে বসে কাজের মাঝে প্রায়ই খিদে পায়। তখন ভাজাভুজি, রোল, চাউমিন না খেয়ে ভরসা রাখতে পারেন পিনাট বাটারেই। আপেলের সঙ্গে খান পিনাট বাটার। বিকেলের হালকা খিদের জন্য বেশ স্বাস্থ্যকর এই খাবার, সুস্বাদুও বটে।

৪) হোল গ্রেন পাউরুটি টোস্টের সঙ্গে পিনাট বাটার খেতে পারেন।

পিনাট বাটার খাওয়ার সময়ে কোন কথা মাথায় রেখে চলতে হবে?

১) ওজন ঝরানোর পরিকল্পনা থাকলে যে পিনাট বাটারে নুন থাকে, তা এড়িয়ে চলাই ভাল। বেশি মাত্রায় নুন শরীরে গেলে শরীরে বেশি মাত্রায় জল জমতে থাকে। ফলে ওজন বেড়ে যায়। এ ছাড়া চিনি মেশানো আছে এমন পিনাট বাটারও না খাওয়াই ভাল।

২) পিনাট বাটার খেতে দারুণ সুস্বাদু। তাই অনেকেই প্রাতরাশ থেকে শুরু করে বিকেলের নাস্তা, নানা সময়ে এই মাখন খেয়ে থাকেন। ভাবেন, শরীরের মেদ দ্রুত ঝরবে। এই ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। কোনও কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া শরীরের জন্য ভাল নয়। দিনে এক-দু'চামচের বেশি এই মাখন না খাওয়াই ভাল।

৩) স্বাস্থ্যকর বলে আইসক্রিম বা চকোলেট জাতীয় খাবারের সঙ্গে পিনাট বাটার খাবেন না। খেতে সুস্বাদু হলেও আখেরে শরীরের ক্ষতি করবে। প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। কোনও ক্রনিক অসুখ থাকলে ডায়েটে কোনও রকম বদল আনার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পর্যাপ্ত জল না খেলে কী কী হতে পাবে

পর্যাপ্ত জল না খেলে কী কী হতে পারে, তা সকলেই জানেন। কিন্তু জল বেশি খেলেও যে শরীরের ক্ষতি হয়, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। চিকিৎসকেরা বলছেন, অতিরিক্ত জল খাওয়ার কিন্তু খারাপ দিক রয়েছে। বেশি জল খেলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। এমনকি, প্রয়োজনের অধিক জল খেলে কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকিও থেকে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় "ওয়াটার ইনটক্সিকেশন"। বেশি জল খেলে রক্তে থাকা সোডিয়ামের ঘনত্ব কমে যেতে থাকে। শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজের জন্য সোডিয়াম গুরুত্বপূর্ণ।

"ওয়াটার ইনটক্সিকেশন" কী?

অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকটা পরিমাণ জল খেয়ে ফেললে তা আদতে শরীরের ক্ষতি করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে "ওয়াটার ইনটক্সিকেশন" বলা হয়। চলতি কথায় যা "হাইপারহাইড্রেশন" বা "ওয়াটার পয়জনিং" নামেও পরিচিত। অতিরিক্ত জল রক্তে থাকা সোডিয়ামের ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। ফলে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যার ফলে শারীরবৃত্তীয় নানা কাজ ব্যাহত হয়। চিকিৎসকেরা বলছেন, অতিরিক্ত জল খেলে প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটতে পারে।

কতটা জল খাওয়া শরীরের জন্য নিরাপদ?

কে কী পরিমাণ জল খাবেন, তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির ওজন, শারীরিক সক্রিয়তা এবং সামগ্রিক কাজকর্মের উপর। তেমন কোনও শারীরিক জটিলতা না থাকলে সারা দিনে ২ থেকে ৩ লিটার পর্যন্ত জল খাওয়া যায়। তবে, ঘণ্টায় ১ লিটারের বেশি জল খাওয়া কিন্তু বিপজ্জনক। দিনের বেলা পর্যাপ্ত জল খেলেও বিকেল-সন্ধ্যার পর থেকে অন্যান্য পানীয় খাওয়ার পরিমাণ কমিয়েও আনতে বলেন পুষ্টিবিদেরা। বিপদ এড়াতে কী কী মাথায় রাখবেন?

১) জল খাওয়া ভাল বলেই বোতলের পর বোতল জল খেয়ে যাবেন না। পিপাসা পেলে তবেই জল খান।

২) প্রস্রাবের রং দেখলেও বোঝা যায়, শরীরে কতটা জলের প্রয়োজন। সারা দিনে পর্যাপ্ত জল না খেলে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়। সেই বুঝে জল খাওয়া যেতে পারে।

৩) শারীরিক কসরত কিংবা আবহাওয়ার উপরেও জল খাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। খুব ঘাম হলে কিংবা প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করলে জল বেশি খেতে হবে, নতুবা নয়।

সব্জি খেয়ে দেখতে পারেন সুফল পাবেন ডায়াবিটিস থেকে

ডায়াবিটিসের হানা এখন ঘরে ঘরে। তরুণ থেকে বৃদ্ধ ডায়াবিটিসের শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা। ডায়াবিটিস মানেই বিপর্যয়। জীবন থেকে এক নিমেষে বাদ চলে যায় অনেক কিছু। ইদানীং যে ধরনের জীবনযাপনে বেশির ভাগ মানুষ অভ্যস্ত, তাতে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু রক্তে যে চুপিসাড়ে শর্করা বাড়ছে, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না।

দিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার ফলে ঘুম কম হওয়া, অবসাদ, উদ্বেগজনিত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে থাকে। শরীরের সঙ্গে এই অনিয়মের ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠা-নামা করতে থাকে। এই অবস্থাতেই মূলত ডায়াবিটিসের পূর্ব লক্ষণ দেখা দেয়। ঘন ঘন মূত্র ত্যাগের প্রবণতা, বারেবারে তেষ্টা পাওয়া, সব সময় ক্লান্তি ভাব, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া এগুলি ডায়াবিটিসের পূর্ব লক্ষণ। ডায়াবিটিস বেশি দিন পুষে রাখলে শারীরিক আরও অনেক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। তাই রক্তে শর্করার মাত্রা বশে রাখা জরুরি। সেটাও সহজ নয়। জীবনযাপনে নানা বদল এনেও শর্করার মাত্রা কিছুতেই কমানো যায় না। বরং ক্রমশ তা বাড়তে থাকে। তা আটকাতে খাওয়াদাওয়ায় একটা ছোট্ট বদল আনার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। ডায়াবেটিকদের সুস্থ থাকার মূলমন্ত্র হতে পারে ব্রকোলি। কিন্তু কেন?

পুষ্টিবিদদের মতে, ব্রকোলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। ফাইবার শর্করার মাত্রা বশে রাখা। সেই সঙ্গে গ্লুকোজ শোষণও ধীর করে তোলে। ব্রকোলিতে থাকা "গ্লুকোসিনোলেটস" রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রকোলিতে উপকারী উপাদানের শেষ নেই। ব্রকোলিতে রয়েছে ভিটামিন, মিনারেলস, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের মতো উপাদান, যা ডায়াবেটিকদের সুস্থ রাখা ছাড়াও অন্য অনেক শারীরিক সমস্যারও ঝুঁকি কমায়। রোজের ডায়েট ব্রকোলি রাখলে অনেক রোগবালাই থেকেই দূরে থাকা যায়।

ডায়াবেটিকদের ক্ষেত্রে ব্রকোলি খাওয়ার কি কোনও নিয়ম আছে? চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, রোগের নাম যাই হোক, সুস্থ থাকতে সব্জি খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। ব্রকোলি নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর, এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। শুধু সেদ্ধ করে কিংবা ব্রকোলির স্যালাড খেতে হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। অল্প তেলমশলা দিয়ে বাকি ব্রকোলি রান্না করে খেলেই সুরাহা পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ সচেতনতার উদ্দেশে লেখা হয়েছে। ডায়াবিটিস থাকলে খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া জরুরি।

স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা আবশ্যক : স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০১।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা আবশ্যক। তিনি বলেন, গণমাধ্যম জনগণের কথা বলে। জনসচেতনতা ও জনমত গঠনে সংবাদপত্র কাজ করে থাকে। গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে সুসংহত করে,যোগ করেন তিনি।

তিনি শনিবার রাজধানী ঢাকার গুলশান ক্লাবের ক্রিস্টাল প্যালেস হলে নোয়াবের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংবাদপত্র সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে নিউজপেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ(নোয়াব) এর সভাপতি এ কে আজাদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এমপি।

স্পীকার বলেন, জাতি বিনির্মাণে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ''৬৬ এর ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এবং ''৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের পথ পরিক্রমায় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের সহযোগী ভূমিকা আবশ্যক।

স্পীকার ড় শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদপত্র জনমত গঠনে ভূমিকা পালন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের সময়ে সংবাদপত্রের পথ চলা সহজ করেছেন। প্রচুর সংখ্যক অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে অনুমোদন দিয়ে বর্তমান সরকার মিডিয়া বান্ধব পলিসি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্পীকার বলেন, বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্রের উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

উল্লেখ্য নিউজপেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ২০২২ সালে পঁচিশ বছর পেরোনো সদস্য সংবাদপত্রগুলোকে সম্মাননা প্রদান করে। এ বছর ৫০ বছর পেরোনো ক্যাটাগরিতে ০৪টি সংবাদপত্র যথা: সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বাঞ্চল এবং ২৫ বছর পেরোনো ক্যাটাগরিতে মানবজমিন ও দৈনিক প্রথম আলোকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।এসময় ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী, গণমাধ্যমকর্মী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নয়ডায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

নয়ডা, ১ জুন (হি. স.): শনিবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটল নয়ডার একটি অফিস বিল্ডিংয়ে। জানা গেছে, এদিন নয়ডার সেক্টর ৬৩-র একটি বিল্ডিং থেকে আচমকাই কালো ধোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একাধিক দমকলের ইঞ্জিন। শুরু হয় অগ্নি নির্বাপনের কাজ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এসি থেকেই আগুন লাগে। তবে আগুন লাগার খবর ছড়াতেই অফিস বিল্ডিং থেকে কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। হতাহতের কোনও খবর নেই বলেই জানা গেছে।

পোর্শে কাণ্ডে জড়ালো এনসিপি বিধায়কের নাম, ভিত্তিহীন অভিযোগ, দাবি অজিত পাওয়ারেব

পুণে, ১ জুন (হি. স.): পুণেতে পোর্শে কাণ্ডে ঘটনার তদন্তে নেমে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য এল তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত কিশোরের সাথে যাতে পুলিশ দুর্ব্যবহার না করে তার জন্য নিজের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন পুণের বিধায়ক সুনীল তিংরে। তিনি অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপি-র বিধায়ক। সুনীলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের চরম বিরোধিতা করেছে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। তিনি জানিয়েছেন, সুনীল তিংরের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

উল্লেখ্য, পুণের রাস্তায় বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, ঘটনার সময় মত্ত ছিল কিশোর। সেই তথ্য আড়াল করতে সরকারি হাসপাতালে তার রক্তের নমুনা অন্য কারও সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছিল বলে আগেই দাবি করেছিল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে সাসুন হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান অজয় তাওরে, চিফ মেডিক্যাল অফিসার হরি হলনোর এবং এক পিয়োনকে। তারপর ওই কিশোরের মা-কেও গ্রেফতার করা হয়।

শনিবাসরীয় দুপুরে খাড়গের বাসভবনে বৈঠকে ইন্ডি জোট

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনার দিন যাতে কোনও কারচুপি না হয়, তা নিশ্চিত করার উপায় খুঁজতে শনিবার বিরোধী মঞ্চ ইন্ডি জোটের নেতারা বৈঠকে বসছেন।

শনিবার লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ। শনিবার বেলা তিনটেয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে ইন্ডি জোটের নেতাদের ঘরোয়া বৈঠক ডাকা হয়েছে। কংগ্রেস সূত্রের খবর, মূলত লোকসভা ভোটে আসন জয়ের বিষয়ে কোন দলের কাছে কী 'ফিডব্যাক' রয়েছে, তা নিয়ে তথ্য আদানপ্রদান হবে। তবে মূল আলোচ্য বিষয় ৪ জুনের ভোটগণনার দিনের প্রস্তুতি। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে অধিকাংশ রাজ্যের ইন্ডি জোটের শরিক দলগুলির মধ্যে মসৃণ সমন্বয় ছিল। ভোটগণনার দিনও সেই সমন্বয় রেখে মাঠে নামতে চাইছে বিরোধীরা।

গড়িয়ায় গোলাপি বুথ, ভোটারদের জন্য এলাহি ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): ভোটে আগ্রহ ফেরাতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে গড়িয়ায় গোলাপি বুথ। সকাল সকাল গড়িয়ার বরদা প্রসাদ হাইস্কুলের এই মডেল বুথে লম্বা লাইন দেখা গেল ভোটারদের। শনিবার লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম এবং শেষ দফার ভোট গ্রহণ। সকাল থেকেই কলকাতায় ভোট ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। সকাল সকাল গড়িয়ার বরদা প্রসাদ হাইস্কুলের বুথে লম্বা লাইন দেখা যায় ভোটারদের।

বেলেঘাটায় তৃণমূলের ''বাহুবলী'' রাজু নস্করকে নিয়ে টানটান উত্তেজনা

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : ভোটের দুপুরে আচমকাই শিরোনামে এহেন উত্তর কলকাতা। বেলেঘাটার ''বাহুবলী''র অফিসে আচমকাই হাজির তৃণমূলের তারকা প্রচারক কুণাল ঘোষ। খবর পাওয়া মাত্র সেখানে হাজিন হন তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় ও বিধায়ক পরেশ পাল। হঠাৎ এই ''বৈঠক'' কেন, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

রাজু নস্কর বাহুবলী হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। কান পাতলেই শোনা যায়, উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের ভোট মেশিনারি নাকি তিনিই পরিচালনা করেন। কার্যত বুথে বুথে দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। এহেন রাজু এবার ভোটের সকাল থেকেই নিজের অফিসে বসে। তবে কি এবার নির্বাচনে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি? সে কথা অবশ্য মানতে নারাজ রাজু নিজেই। বলছেন, 'এখন তো ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপেই সব করা যায়। তার জন্য বুথে যেতে হয় না।'

সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'মানুষ ভোট দিচ্ছেন। গত ৫ বছরে সুদীপদা সংসদ থেকে টাকা এনেছেন, মানুষের উন্নয়ন করেছেন। সেই মতো মানুষ ভোট দিচ্ছে।'

জল্পনা আরও বাড়ে যখন ভোটের দুপুরে তাঁর অফিসে হঠাৎই হাজির হন কুণাল ঘোষ। যিনি আবার একসময় দাবি করেছিলেন, উত্তর কলকাতা থেকে যেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে অন্য কাউকে টিকিট দেওয়া হয়। তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্রের গলায় শোনা গিয়েছিল সদ্য তৃণমূলত্যাগী তথা উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রশংসা। এর জেরে দলের রাজ্য সম্পাদক এবং তারকা প্রচারক পদ থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তারকা প্রচারক হিসেবে ফিরেও আসেন। সুদীপের হয়ে প্রচারও করেছেন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপ-কুণালকে ডেকে সাফ জানিয়েছিলেন, 'একসঙ্গে কাজ করতে হবে। উত্তর চাই-ই।'

এহেন কুণাল রাজুর অফিসে যাওয়ার পরই চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে সেখানে আসেন বিধায়ক তাপস পাল এবং বিদায়ী সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুয়ো ভোটার ধরার অভিযোগ সজলের, এলাকায় উত্তেজনা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১ জুন (হি. স.): ফের বুথের মধ্যে ভুয়ো ভোটারের উপস্থিতির অভিযোগ আনলেন বরাহনগর বিধানসভা উপ নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বরাহনগরের আলমবাজারের একটি বুথে।

বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের অভিযোগ, 'আলমবাজারের বুথের মধ্যে থেকে হাতে নাতে ভুয়ো ভোটারকে ধরেছি। পুলিশের হাতে ভুয়ো ভোটারকে তুলেও দিলাম। অথচ পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিল না। অভিযুক্ত পালিয়ে গেল!'

অন্যদিকে তৃণমূল বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বুথে গোলমাল পাকানোর অভিযোগ এনেছে। তৃণমূলের দাবি, কোনও ভুয়ো ভোটার নয়। পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হচ্ছে।

ঘটনার প্রতিবাদে সজলকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিজেপি কর্মীরাও। তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয় ঘটনাস্থলে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী দু''পক্ষকে বুথের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়।

সজলের দাবি, 'বুথ জ্যামের খবর পেয়ে তিনি আলমবাজারের বুথে পৌঁছেছিলেন। কোনও সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়াও বুথের ভিতরে একজন ছিলেন। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতেই সে পালানোর চেষ্টা করে। ধরে ফেলি। পুলিশের হাতে তুলেও দিই। কিন্তু পুলিশ ওকে ছেড়ে দিল।'

পুলিশের একটি সূত্রের খবর, গোলমালের সুযোগে অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কমিশনেও অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট বুথে চরম উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়।

"এবার শুধুই সিনেমার কথা", ভোট দিয়ে জানালেন মিঠুন

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): শনিবার ভোট দেওয়ার পরই মিঠুন চক্রবর্তী জানিয়ে দিলেন, ৩০ তারিখ পর্যন্ত দল তাঁকে যে প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিল, তা তিনি পালন করেছেন। এরপর তিনি শুধুই সিনেমার কথা বলবেন বলেও জানিয়ে দিলেন মিঠুন। তবে বুথের বাইরে এদিন তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ''চোর-চোর'' স্লোগান দিতে দেখা গেল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের।

লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় সাধারণের সঙ্গেই লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। বেলগাছিয়ার ২৪৮ নম্বর বুথে এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে সকালেই ভোট দিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে একই লাইনে দাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত দেখাল সাধারণ মানুষকেও। ভোট দিতে এসে মেটালেন ভক্তদের সেলফি তোলার আবদারও।

যদিও লাইনে দাঁড়ানোর সময় ওই বুথেই আসেন তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবিকা চক্রবর্তী। তিনি এসে অভিযোগ করেন, মিঠুন চক্রবর্তী এসে এখানকার ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। সেই বিষয় মিঠুন বলেন, 'আমি লাইনে দাড়িয়ে ভোট দিয়েছি। এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না। আমি কাউকে চিনি না।'এর সঙ্গেই তিনি বলেন, 'আমাকে দল ৩০ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব দিয়েছিল ভোটের প্রচারের জন্য। এখন আমি আবার অভিনয়ে ফিরে যাব। এবার ফিল্ম নিয়েই কথা বলব।' তবে উনি বেরিয়ে যাবার সময় ওই বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশকিছু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মিঠুন চক্রবর্তীর গাড়ি ঘিরে চোর চোর স্লোগান তোলে।

বারবার বিক্ষোভের মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী তাপস, কটাক্ষ তৃণমূলকে

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): শনিবার বারবার 'গো ব্যাক' স্লোগানের মুখোমুখি হলেন উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। প্রতিবারই বিক্ষোভের অগ্রভাগে থেকেছেন মহিলারা।

শেষ দফার ভোটের দিন দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। শনিবার সকালে প্রথমে কাশীপুরে, এর পর বেলেঘাটাতেও তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস। পরে বঙ্গবাসী কলেজে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাপস রায়। তৃণমূলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী।

তাপস রায়ের কাছে এদিন সকালে অভিযোগ আসে যে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের কাশীপুরের ৫৭ নম্বর বুথে বিজেপির ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।অভিযোগ পেয়েই সেখানে যান তিনি।

সেখানে যেতেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ও বিক্ষোভ দেখান।অভিযোগ, তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এরপরই তুমুল বচসা বাধে। তাপস রায়ের দাবি, বুথের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী ছিলেন না। এরপরই তিনি থানায় ফোন করেন। পুলিশ অফিসারদের আসতে বলেন।এরপরে বেলেঘাটাতেও বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাপস রায়। তাঁর গাড়ি ঘিরে গো-ব্যাক স্লোগান দেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা।শিয়ালদহ বঙ্গবাসী কলেজের সামনেও তাপস রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। তাপস রায় বঙ্গবাসী কলেজে যেতেই তাঁকে ঘিরে ধরে তৃণমূল সমর্থকরা। জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া হয়।

উল্টোডাঙার ভোটকেন্দ্রে গেলে, সেখানেও তাঁকে গো ব্যাক স্লোগানের মুখে পড়তে হয়। মহিলারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ। তিনি বলেন, "ভোটকেন্দ্রের সামনে জমায়েত হয়ে এই সমস্ত হুমকি বাহিনীরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন আর তাদেরই সুরক্ষা দিচ্ছে পুলিশ।"

কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে।

শনিবার সকাল থেকেই বন্দর এলাকা চষে ফেললেন ফিরহাদ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): ভোটের দিন নিজের এলাকায় টহল দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জানান, 'ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। আমি নিজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না খোঁজ নিচ্ছি।'

মৌলাদা আজাদ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল চত্বরে দেখা যায় মেয়রকে। স্কুল থেকে এগিয়ে বাম পাশের রাস্তা দিয়ে শ্যামলাল লেনের গলিতে ঢুকে পড়েন তিনি। এর পর প্রত্যন্ত অলিগলি ঘুরে বেড়ান। এরকমই এক প্রত্যন্ত গলি দিয়ে যাওয়ার পর ভোটারদের দিকে তিনি হাত নাড়েন। মেয়রকে দেখে ভিড় জমান ভোটাররা। তাঁকে ঘিরে ধরেন তাঁরা। ভিড় জমে যায়। এর পরই কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রশ্ন তোলে, এত লোক জড়ো হয়েছেন কেন? তাঁরা মেয়রকে চিনতেন না।

ভোটাররাই জওয়ানদের মেয়রকে চিনিয়ে দেন। জানান, ভোট কেমন হচ্ছে দেখতে বেরিয়েছেন মেয়র। এর পর কেন্দ্রীয় বাহিনী ফিরহাদকে রাস্তা ছেড়ে দেন। তিনি এর পর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ক্লক টাওয়ারে পৌঁছন। পরে বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ চেতলা হাই স্কুলে সপরিবারে ভোট দেন ফিরহাদ।

শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): ৭ জুন, অর্থাৎ আগামী শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে শনিবার উত্তরের আট জেলাতেই ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবার আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরে জারি হলুদ সতর্কতা। সোমবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে হতে পারে ভারী বৃষ্টি।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বান্দরকোণোয় বন্যার বলি ২০ বছরের যুবক

করিমগঞ্জ (অসম), ১ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বান্দরকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত উত্তর বান্দরকোণা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা জনৈক নেজাম উদ্দিন লস্করের বছর ২০-এর ছেলে সাহিদুল আলম (২০)-এর বন্যার জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বরাক উপত্যকার অন্যান্য স্থানের সঙ্গে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বান্দরকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার কবলে পড়েছে উত্তর বান্দরকোণা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামও। ওই গ্রামের বাসিন্দা নেজাম উদ্দিন লস্করের বাড়ি জলমগ্ন। এমতাবস্থায় আজ শনিবার সকালে বন্যার জলে মাছ শিকার করতে ঘর বেরিয়েছিল সাহিদুল আলম। কিন্তু আচমকা সে জলে পড়ে যায়।

বাড়ি এবং গ্রামের মানুষজন অনেক খোঁজাখুঁজি করে জল থেকে সাহিদুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যান প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি আব্দুল বাসিত। তিনি খবর দেন বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়ি এবং নিলামবাজার সার্কল অফিসারকে। খবর পেয়ে সদলবলে সবাই ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ সাহিদুলের মৃত্যু সম্পর্কিত প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে তার মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৩০-টির বেশি আসনে জিতবে বিজেপি, ভোট দেওয়ার পর আশাবাদী লকেট

দমদম, ১ জুন (হি.স.): ভোট উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন হুগলি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের একটি বুথ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ভোট দেওয়ার পর বিজেপির জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিপুল সংখ্যক মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এমনকি তৃণমূলের লোকজনও তাঁদের দল নিয়ে ক্ষুব্ধ।

গোলাঘাটের উরিয়ামঘাটে বুনো মাশরুম খেয়ে হাসপাতালে ভরতি মহিলা সহ আট

গোলাঘাট (অসম), ১ জুন (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত উরিয়ামঘাটের জুরডাঙ্গল গ্রামে বুনো বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মহিলা সহ দুই পরিবারের অসুস্থ আটজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুই পুরুষের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ওই দুই পরিবারের সদস্যরা তাদের বাড়ির পেছন থেকে মাশরুম তুলে এনেছিলেন। গতকাল শুক্রবার রাতে মাশরুম দিয়ে রান্না করা তরকারি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক এক করে আটজন। অসুস্থদের মধ্যে সাতজনকে গোলাঘাটের শহিদ কুশল কোঁওর অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেছেন ডাক্তাররা।

জুরডাঙ্গল গ্রামের এক পরিবারের চিকিৎসাধীন অসুস্থরা যতাক্রমে ববিতা খাকলারি, চম্পা খাকলারি, সীতা খাকালারি এবং মনীষা খাকালারি। এছাড়া উরিয়ামঘাট বাগানবাড়ির যারা মাশরুম খেয়ে অসুস্থ হয়েছেন তাঁরা হিরামনা গড়, মহেশ্বর গড়, দিলমান গড় এবং লোকেশ্বরী গড়। তাঁদের সকলের চিকিৎসা চলছে।

কিশনগঞ্জ জাতীয় সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু চালকের

কিশনগঞ্জ, ১ জুন (হি.স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের কাছে কোচাধামন থানা এলাকার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক চালকের। মুখোমুখি সংঘর্ষের পর একটি ট্রাকের জ্বালানীর ট্যাংক ফেটে তাতে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটি। শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে।। এই ঘটনায় গুরুতর জখম অপর ট্রাকচালক। হতাহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে কিশনগঞ্জ সংলগ্ন কোচাধামন থানা এলাকার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে চোপড়াবোখারী চকের কাছে দুইটি পণ্যবাহী ভিনরাজ্যের ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক দুটির মধ্যে একটি অসম থেকে উত্তর প্রদেশ যাচ্ছিল। অপর ট্রাকটি আরারিয়া থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এই দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় উত্তর প্রদেশগামী ট্রাক চালক রিঙ্কু সিংয়ের। আহত হয়েছেন এই ট্রাকেরই সহকারি চালক রচপাল সিং। গুরুতর জখম আরেকটি ট্রাকের চালকও। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ হাসপাতালে পাঠায় কোচাধামন থানার পুলিশ। পরে আহতদের অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের রেফার করা হয়েছে পূর্ণিয়া মেডিক্যাল কলেজে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পরই উত্তর প্রদেশগামী পণ্যবাহী ট্রাকটির জ্বালানীর ট্যাংক ফেটে আগুন লেগে যায়। ট্রাকে কাগজের রোল থাকায় নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় ট্রাকটি। কোচাধামন থানার আইসি শ্রীরাজা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মৃত চালকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পঞ্জাবের নম্বর দেওয়া ট্র্যাকটির আহত চালকের পরিচয় জানা যায়নি।

বিক্ষোভের মুখে ববি, উঠল গো-ব্যাক শ্লোগান

ডায়মন্ড হারবার, ১ জুন (হি.স.) : ভোটের দিন সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবার বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসকে পড়তে হল বিক্ষোভের মুখে। আটকে দেওয়া হল গাড়ি। ঝাঁটা, জুতো হাতে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মহিলারা। উঠল গো-ব্যাক স্লোগান।এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবারের দিঘিরপাড় বাজারে অভিজিৎ দাস ওরফে ববির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। সকাল ১০ টা থেকে প্রায় সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রার্থীকে। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁকে উদ্ধার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দেখা না মেলায় আসরে নামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হস্তক্ষেপে সেখানে পৌঁছয় কিউআরটি টিম। তাঁদের উপস্থিতি কোনও রকমে বেরিয়ে আসেন তিনি।

তাইওয়ান ওপেনে সোনা জিতলেন ডিপি মানু

তাইপেই, ১ জুন (হি. স.): শনিবার তাইওয়ানের তাইপেইয়ে, তাইওয়ান ওপেন ২০২৪-এ পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো ইভেন্টে সোনা জিতলেন ভারতের ডিপি মনু।

২৪ বছর বয়সী মানু তার ষষ্ঠ এবং শেষ প্রচেষ্টায় ৮১.৫৮ মিটার শক্তিশালী থ্রো দিয়ে জিতেছেন। মানু এখনও প্যারিস অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন যেখানে স্বয়ংক্রিয় যোগ্যতা চিহ্ন ৮৫.৫০ মিটার। উল্লেখ্য তিনি ফেডারেশন কাপ ২০২৪-এ অলিম্পিক এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়ার কাছে সোনা হারিয়েছেন।

ভোট দিলেন অভিনেতা দেব, বললেন রাজনৈতিক দলের চেয়ে দেশ বড়

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন টলিউড অভিনেতা তথা সাংসদ দেব ওরফে দীপক অধিকারী। এবারের লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সংসদীয় আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেব।

শনিবার কলকাতার একটি বুথ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন অভিনেতা তথা সাংসদ দীপক অধিকারী। ভোট দেওয়ার পর দীপক অধিকারী বলেছেন, 'কোনও রাজনৈতিক দলের তুলনায় দেশই বড়।

কীভাবে দেখা যাবে ভারত—বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): শনিবার শেষ দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মাঠে নামছে ভারত---বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ৮টায়।

আইপিএলের ব্যস্ত থাকার জন্য স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বকাপের সবগুলো প্রস্তুতি ম্যাচ দেখাতে পারেনি। তবে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচটি শনিবার দেখা যাবে বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলে।

নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: সাত সকালে খোয়াই নদীতে এক নবজাতকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল গ্রামের তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ সকালে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে নদীতে নবজাতক শিশুর দেহ ভাসতে দেখতে পান। সাথে সাথে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিভাবে ওই নবজাতকের দেহ খোয়াই নদীতে পাওয়া গেছে তা কেউ বলতে পারছেন না। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর একদিনের কর্মশালার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: শনিবার কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর এক দিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।আটটি জেলার জেলা শাসক,২০টি ইউ এল বি''র মহকুমা শাসক, ৫৮ টা ব্লকের ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের নিয়ে আজকের এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা, জিতেন্দ্র শ্রীবাস্তব স্বচ্ছ ভারত মিশনের যুগ্ম সচিব, স্বচ্ছ ভারত মিশনের এমডি রজত পন্থ, পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের সচিব ব্রিজেস পান্ডে, আরবার ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সচিব অভিষেক সিং সহ অন্যান্যরা।

শাড়ি বিক্রি করতে এসে এলাকাবাসীর হাতে আটক দুই প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: শাড়ি বিক্রি করতে এসে দুই প্রতারককে আটক করেছে এলাকাবাসী। পর্রবতী সময়ে এলাকাবাসী তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।
ঘটনা বিবরণে জানা গিয়েছে, গত তিন মাস ধরে কলকাতার দুজন ব্যক্তি ত্রিপুরায় এসে বিভিন্ন এলাকায় কুপনের মাধ্যমে জনগনের কাছে শাড়ি বিক্রি করছেন। কিন্তু জনসাধারণ কাছে শাড়ি বিক্রির নাম করে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে যাচ্ছেন তারা। আজ উত্তর রামচন্দ্র ঘাট এলাকার লালটিলা কলোনিতে এক বৃদ্ধ মহিলাকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ১৪০০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ওই সময় এলাকাবাসীদের নজরে ঘটনাটি আসে।এলাকাবাসীরা হাতেনাতে তাদেরকে আটক করে খোয়াই থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কারবারি জামাতা

● প্রথম পাতার পর
ঘটনার পরদিন থেকে মামন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় সাত মাস পর গতকাল রাতে সিপাহীজলা জেলা গোয়েন্দা বিভাগের খবরে জেলার এমটিও অশোক দেববর্মা এস আই অনিমেষ পাল ১৫০ নং ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জোয়ান পটিয়া বর্ডার আউটপোস্ট, টি এস আর এবং বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ হানা দেয় পুটিয়া এলাকার ফিরোজ মিয়ার বাড়িতে। গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর ছিল মামুনের শ্বশুর ফিরোজের বাড়িতে মামন অবস্থান করছেন। বিশালগড় থানায় তার বিরুদ্ধে এমডিপিএস মামলা নাম্বার ১০৯/২০২৩ ছিল।
দীর্ঘদিন তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে শনিবার গভীর রাতে গোয়েন্দা বিভাগ সাফল্য পায় এবং মামুনকে শনিবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ তিনদিনের রিমান্ডে আদালতে আবেদন করেন। জানা গেছে মামনের বাড়িতে যে নেশা সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির প্রকৃত মালিক মামুন নয়। এই মাল গুলির প্রকৃত মালিক কে তা পুলিশের তদন্তে উঠে আসতে পারে। পুলিশ আটক মামুনকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ জুন।। শুধু রাজনীতি নয় রাজনীতি ছাড়াও সামাজিক কাছেও এগিয়ে বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চা। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বিশালগড়ের দুই কৃতী সন্তান সারা রাজ্যে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান অর্জন করে বিশালগড়ের নাম উজ্জ্বল করেছে।তাই বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শনিবার দুপুরে ২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ ও নবম স্থান অর্জনকারী ছাত্রদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার আয়োজন করেন।এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা মোর্চার সদস্যা শম্পা সরকার, জেলা মহিলা মোর্চার সহ-সভা নেত্রী স্বপ্না দেবনাথ, মন্ডল সেক্রেটারি অতুসী দাস, বিশালগড, সাধারণ সম্পাদিকা স্মৃতি দেবনাথ, সম্পাদিকা সুমনা ভৌমিক সহ মহিলা মোর্চার অন্যান্য কার্যকর্তারা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড মন্ডলের সহ সভাপতি জীতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, প্রদেশ যুব মোর্চার সদস্য পার্থদেব, সহ অন্যান্যরা। প্রথমেই চতুর্থ স্থান অর্জনকারী ছাত্র রামজয় সাহা ও নবম স্থান দখলকারী সৌমদ্বীপ ভৌমিক দুই ছাত্রকে প্রথমে প্রদীপের আলোয় আরতি করে চন্দনের ফেঁটা দিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে উভয় ছাত্রের হাতে দুটি স্মার্টওয়াচ ও কলম তুলে দেন মহিলা মোর্চার নেতৃত্বরা। পাশাপাশি এই দিনে বিধায়ক সুশান্ত দেব ছাত্র রামজয় সাহার মা কড়ুইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা রাখী দাস এবং সৌম্যদ্বীপ ভৌমিকের পিতা খোকন ভৌমিককে উত্তরীয় পড়িয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব কৃতী ছাত্রদের উদ্দেশ্য বলেন আগামী দিনে তোমারা আগামী দিনের সমাজ তৈরি করার কারিগর।
বিধায়কের স্বপ্ন বিশালগড়কে শ্রেষ্ঠ বিশালগড় হিসেবে গড়ে তোলার , আর বিশালগড়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র তোমরাই এই স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের কৃতি ছাত্রদের কাছে আহ্বান রাখেন ওনারা যেন অ্যান্ড্রয়েডের সাথে যুক্ত না থেকে সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন। আগামী দিনে বিশালগড়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা মাধ্যমিক কিংবা মাদ্রাসা যেকোন বিভাগ হোক যেন রাজ্যের মেধাতালিকায় বিশালগড়ের হয়ে সর্বপ্রথম স্থান দখল করতে পারেন সেই লক্ষ্যে যেন তাদের শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। আর তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় সাহায্য করতে প্রস্তুত বিধায়ক।সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান শেষে সকলকে মিষ্টি মুখ করায় বিশালগড় মণ্ডল মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে। মহিলা মোর্চার এমন উদ্যোগে খুবই খুশি কৃতির ছাত্র সহ তাদের অভিভাবকরা।

সলিড এন্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা

আগরতলা, ১ জুন: পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর এবং নগর উন্নয়ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত মিশনে সলিড এন্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে রাজ্যভিত্তিক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হোটেল পলো টাওয়ার্সের কনফারেন্স হলে মুখ্য সচিব জে কে সিনহা এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ও স্বচ্ছ ভারত মিশনের এমডি জীতেন্দ্র শ্রীবাস্তব, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ। কর্মশালায় রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসকগণ, বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ ও বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ অংশ নেন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যের স্বচ্ছ ভারত মিশনের এমডি রজত পন্থ।
কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্য সচিব জে কে সিনহা বলেন, আজ থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে ক্লিন অফিস-গ্রীণ অফিস অভিযান কর্মসূচি। রাজ্যে ৩ সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে। স্বচ্ছ ভারত মিশনে রাজ্যের প্রতিটি জেলা, মহকুমা, ব্লক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় মুখ্যসচিব স্বচ্ছ ভারত মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরামর্শ দেন। কর্মশালায় কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জীতেন্দ্র শ্রীবাস্তব বলেন, রাজ্যের গ্রামস্তর থেকে নির্মল গ্রাম গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে হবে। এজন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে গ্রামভিত্তিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, গ্রামসভা, বাইসাইকেল র‍্যালি করার পরামর্শ দেন।
কর্মশালায় স্বচ্ছ ভারত মিশন ও সলিড এন্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন মুম্বাইয়ের ইনফরমেশন, অ্যাডুকেশন ও কমিউনিকেশনের প্রতিনিধি জে ভি আর মূর্তি, স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ব্রাহ্মিত কাউর, ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিলের আঞ্চলিক অধিকর্তা কে ভি ভরদ্বাজ, কর্নাটকস্থিত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের জেলা আধিকারিক সন্ধ্যা হরিব্যাল ও রোহিনী প্রদীপ। কর্মশালায় রাজ্যে স্বচ্ছ ভারত মিশনে বাস্তবায়িত কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজুবাহিদ এ ও আগরতলা পুরনিগমের অতিরিক্ত কমিশনার মহম্মদ সাজ্জাদ পি। তাছাড়াও আলোচনা করেন রূপাইছড়ি, পুরাতন আগরতলা, সালেমা, কালাছড়া ও অমরপুর ব্লকের বিডিওগণ।

ফলাফলকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাগ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুন।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্ল্যাগ মার্চ।আগামী ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা হতে চলছে। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন এলাকায় যাতে ফলাফল প্রকাশের দিন ও পরবর্তী সময় কোনো প্রকার অপ্রতিকর ঘটনানাঘটে তারই লক্ষ্যে শান্তির বাজার থানার আরক্ষাদপ্তরের কর্মী ও সি আর পি এফ জোওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে শান্তির বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্ল্যাগ মার্চ।

দমদম দাওয়াই, ওটা একটা ওষুধ, মন্তব্য মদনের

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.) : শনিবার ভাঙড়, সন্দেশখালিতে ছিল দিনভর অশান্তির পরিবেশ। বরানগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনেও অশান্তি চলছে। এসবের পরও ভোট ''অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ'' বলেই মনে করছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র।নিবার ভোটের দিন একেবারে রঙিন মেজাজে ধরা দিলেন তিনি। বললেন, """দমদম দাওয়াই তো চলছে। ওটা একটা ওষুধ।""" বরানগরের উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যকে ঘিরে সকালে যথেষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অসুস্থতা কাটিয়ে ভোটের প্রচারেই ধীরে ধীরে সক্রিয় হচ্ছিলেন। আর শেষ দফা লোকসভা ভোটের দিন তাঁকে দেখা গেল চেনা আদলে। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বললেন, """ভোট তো খুব শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। কোথাও কোনও গোলমাল নেই। গুন্ডামি করে কি আর ভোট হয়? বলেছি তো, দমদম দাওয়াই দিতে। ওটা জ্বর, সর্দিকাশির মতো যে কোনও রোগের ওষুধ। সব ঠিক আছে। ভোট তৃণমূল আর মমতাময় হয়েছে।''নিবার বরানগর বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে সকাল থেকে বুথে বুথে পরিদর্শনে যান সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্য। সেখানেই গোলমাল বাঁধে। অভিযোগ, একটি বুথে তিনি গেলে তৃণমূল কাউন্সিলর প্রার্থীকে ঘিরে ''চোর'' বলে স্লোগান তুলতে থাকেন। ঘেরাও করেন অন্যান্য কর্মী, সমর্থকরাও। স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ হারান তন্ময়বাবু।অভিযোগ, সেসময় কাউন্সিলর ও তাঁর সঙ্গে থাকা এক যুবক তন্ময় ভট্টাচার্যকে ঘুসি মারে। এতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পালটা ঘাড় ধাক্কা দেন তন্ময়বাবু। দুহাতে দুই যুবকের কলার চেপে ধরেন। এহেন সংঘর্ষ নিয়ে পরে মদন মিত্রকে প্রশ্ন করতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া, """মাঝেমধ্যে বাচ্চারা এমন চেঁচামেচি করে।

সর্বদলীয় বৈঠকে সিইও

● প্রথম পাতার পর
এবং অন্যান্য ভোটের রেকর্ডগুলি ২০টি বিভিন্ন স্থানে স্ট্রং রুমে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। ইভিএম-এর ভোট গণনার জন্য দু''টি সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রে মোট ৬০টি কাউন্টিং হল থাকবে। রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের নিজ হেড কোয়ার্টারে পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনার জন্য দু''টি পৃথক কাউন্টিং হলের ব্যবস্থা করেছেন। সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের কাউন্টিং হলে ভোট গণনার জন্য ৮ থেকে ১৪টি কাউন্টিং টেবিলের ব্যবস্থা থাকবে। ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা ২৮টি টেবিলে এবং ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এসটি) সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রের পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা ১৫টি টেবিলে হবে। উভয় সংসদীয় নির্বাচনী ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারদের কাউন্টিং হলে ইটিপিবিএস (সার্ভিস ইলেক্টরস ভোট) এর প্রাক গণনার ব্যবস্থাও রয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানান, সমস্ত কাউন্টিং সেন্টারগুলিতে মিডিয়া সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংবাদিকগণ মোবাইল নিয়ে মিডিয়া সেন্টার পর্যন্ত যেতে পারবেন। কাউন্টিং হল, স্ট্রং রুম এবং করিডোর ইত্যাদিতে সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকবে।
প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে, যাতে কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে প্রবেশ করতে না পারে। কাউন্টিং হলের ভেতরে অফিসিয়াল রেকর্ডিং-এর জন্য অফিসিয়াল ভিডিও ক্যামেরা ছাড়া কোন ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। এছাড়াও মোবাইল, আই-প্যাড, ল্যাপটপ এবং অনুরূপ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ বা কোন রেকর্ডিং যন্ত্র কাউন্টিং হলের ভিতরে নেওয়া যাবেনা। ম্যাচ বক্স, অস্ত্র এবং অন্যান্য দাহ্য জিনিসপত্র ইত্যাদি যাতে গণনা কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, রাজ্যের দু''টি সংসদীয় ক্ষেত্রের নির্বাচনের ভোট গণনার প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন ৩১ জন কাউন্টিং অবজারভারকে নিযুক্ত করেছে। প্রার্থীরা কাউন্টিং টেবিল অনুযায়ী কাউন্টিং এজেন্ট নিযুক্ত করতে পারবেন এবং তাদের নিযুক্তিপত্র রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারদের কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। ভোট গণনার ফলাফল এবং গণনার গতিবিধি সময়ে সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট ও ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপে তুলে ধরা হবে। রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনের ভোট গণনা পর্বকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সবার সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগ এবং অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিকে, সারা দেশের সঙ্গে আগামী ৪ জুন, ২০২৪ ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্র ও ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট গণনা হবে। ভোট গণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়ালের সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সর্বদলীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগ, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ।
সভায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল বলেন, আগামী ৪ জুন, ২০২৪ তারিখে রাজ্যের দু''টি সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট গণনা এবং ৭-রামনগর বিধানসভা ক্ষেত্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনা সম্পন্ন করা হবে। রাজ্যের মোট ২০টি ভোট গণনা স্থানে সকাল ৮টা থেকে ভোটগণনা প্রক্রিয়া শুরু হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, রাজ্যের প্রতিটি গণনা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। ৬০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের অতিরিক্ত রিটার্নিং অফিসারের তত্বাবধানে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। রাজ্যের ২০টি গণনা স্থানের ৬০টি গণনাকেন্দ্রের প্রতিটিতে ৮-১৪টি গণনা টেবিলে ভোট গণনা করা হবে।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল জানান, ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রে ইভিএমে ভোট পড়েছে ৮১.৪৮ শতাংশ এবং ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ইভিএম-এ ভোট পড়েছে ৮০.৩৬ শতাংশ। ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রে গতকাল পর্যন্ত ২০,২৮৩টি, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ১৪,৩৬৪টি এবং ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ১১০১টি ব্যালটপেপার জমা পড়েছে। ত্রিপুরার দু''টি সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসারদের টেবিলে ব্যালটপেপারের ভোট গণনা করা হবে। ভোট গণনার দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত যে সকল ব্যালট পেপার রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে পৌছাবে সেই ব্যালটগুলিও গণনা করা হবে। প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রের এআরও''র টেবিলে পাঁচটি করে ভিভিপ্যাট গণনা করা হবে। সুষ্ঠুভাবে গণনা পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে ৩১ জন কাউন্টিং অবজারভারকে নিযুক্ত করা হয়েছে।
সর্বদলীয় সভায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল বলেন, আজ সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের নামের তালিকা জমা দিতে হবে। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের নির্বাচন দপ্তরের গাইডলাইন মেনে প্রবেশ করতে হবে। প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা হয়েছে। গণনা পরবর্তী সময়ে শান্তি বজায় রাখতে এবং নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফলাফল সকলকে মেনে নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিক্ষোভ মিছিল

● প্রথম পাতার পর
অপপ্রচার চালাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের নাকি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন শৃঙ্খলা ব্যপক অবনতি ঘটছে।জল,বিদ্যুৎ সহ রেগা, টুয়েপ সহ সমস্ত শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করা কাজ শেষে দ্রুত মজুরি প্রদান ২০০ দিনের কাজ ও মজুরি ৬০০ টাকা করা।এ সমস্ত বিভিন্ন দাবিতে বিগত কিছুদিন যাবত জেলা বিভিন্ন এলাকায় মহকুমা শাসক জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করছেন। রাজ্যে সুশাসনের পরিবর্তে কুশাসন চলছে। এদিকে শাসকদল বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীদের দাবি বিরোধী দল সিপিআইএমের যখন রাজনীতি করার কোনো রকম পথ থাকে না তখন তারা শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে অপপ্রচার এবং কুৎসা রটিয়ে বিজেপি দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যে রেগা ও টুয়েপ সমস্ত শ্রমিকদের সঠিকভাবে কাজ করানো হচ্ছে, রেগার শ্রমিকদের সঠিকভাবে মজুরি প্রদান করা হচ্ছে, বিদ্যা জ্যোতি স্কুলে শিক্ষার মান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য বিজেপি সরকার। বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাজ্যে বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তথাপিও রাজ্যের রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন বিভিন্নভাবে শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার রটাচ্ছেন। তার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে বিজেপি যুব মোর্চা।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর
অনতিবিলম্বে প্রদানের জন্য উদ্যোগ নেন। রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের ওয়েটিং রুম তৈরীর উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়।
এই পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন মিশন ডাইরেক্টর রাজীব দত্ত, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, জয়েন্ট মিশন ডাইরেক্টর বিনয় ভূষণ দাস, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ সমর্পিতা দত্ত, জিবিপি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, সাইক্রিয়াটিক হাসপাতালের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডাঃ স্বপন চন্দ্র বর্মণ, মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ উদয়ন মজুমদার প্রমুখ।
পরিসংখ্যানে দেখা যায় হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করতে আসছেন তাদের মধ্যে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ সিজোফ্রেনীয়া এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারজনিত রোগী। এছাড়া ড্রাগে আসক্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ। মাননীয় স্বাস্থ্য সচিব এই হাসপাতালের পরিসেবা বৃদ্ধির যাবতীয় উদ্যোগ দ্রুতগতিতে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য টার্গেট অডিয়েন্সদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আহ্বান জানান।মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ও কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ অনতিবিলম্বে চালু করতেও তিনি পরামর্শ দেন।

রঘুনাথগঞ্জে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত ৪

রঘুনাথগঞ্জ, ১ জুন (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে শনিবার বিকেলে চারজন কুখ্যাত বাংলাদেশী ডাকাত সহ একজন ভারতীয় ডাকাতকে গ্রেফতার করলো রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নতুনপুকুরপাড়া এলাকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সইবুর রহমানের বাড়িতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ডাকাতির ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ৪ জন বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয় ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা সুপার আনন্দ রায় বলেন,' ধৃত ৫ ডাকাতের কাছ থেকে ওই বাড়ি থেকে লুঠ হওয়া নগদ প্রায় ১০ হাজার টাকা এবং প্রায় পাঁচ ভরি সোনা এবং রুপোর গয়না উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির সময় ব্যবহৃত বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র। ধৃত বাংলাদেশী ডাকাতরা কিভাবে এই ভারতে প্রবেশ করে কোথায় ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ডাকাতদলের সাথে আর কারা যুক্ত রয়েছে তাও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

বসিরহাটে উদ্ধার ২২ লক্ষ টাকার জাল নোট

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.) : শেষ দফার ভোটের সময় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে লক্ষাধিক টাকার জাল নোট পাওয়া গেছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে বসিরহাটের বর্ণালীপাড়া এলাকার একটি বহুতল বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ২২ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের জাল নোট পাওয়া গেছে।
এই ঘটনায় 'স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ' (এসওজি) ও বসিরহাট থানার পুলিশ মোট আটজনকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে নয়টি মোবাইল ফোন বাজয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে যে ধৃত আটজনের মধ্যে পাঁচজনই রাজ্যের বাইরের বাসিন্দা। একজন থাকেন বসিরহাটে, অন্যজন বাদুড়িয়ায়। জাল নোট ছাপানোর চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে জাল নোট পাচারে কোনও চক্র সক্রিয় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে উদ্ধার ৩০ লক্ষাধিক টাকার কফ সিরাপ, গ্রেফতার এক

বাজারিছড়া (অসম), ১ জুন (হি.স.) : আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য লাভ করেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। আজ শনিবার সকালে একটি কন্টেইনারে তালাশি চালিয়ে ৩০ লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে।
পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলির কাছে জানা গেছে, আজ সকালে গুয়াহাটি থেকে এইচআর ৩৭ ই ৭২০৫ নম্বরের ভিআরএল লজিস্টিক লিমিটেডের একটি পণ্যবাহী কন্টেইনার অনলাইন সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার খয়েরপুরে যাওয়ার পথে চুড়াইবাড়ি আসে। তখন দলবল নিয়ে তিনি গাড়িতে তালাশি চালান।
তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন সামগ্রীর আড়াল থেকে ২২ কার্টুনে ১৫০ শিশি করে ৩,৩০০ শিশি এসকাফ ব্র্যান্ডের নিষিদ্ধ নেশার কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। বাজেয়াপ্তকৃত কফ সিরাপগুলির কালোবাজারি মূল্য ৩০ লক্ষাধিক টাকা হবে। নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় কন্টেইনার চালককে। তার নাম সনু কুমার। বাড়ি উত্তর প্রদেশে। জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান পুলিশ অফিসার প্রণব মিলি।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেল দিল্লি থেকে ঋষিকেশে বেড়াতে আসা যুবক

ঋষিকেশ, ১ জুন (হি.স.) : দিল্লির এক যুবক ঋষিকেশের লক্ষ্মণঝুলায় অবস্থিত বোম্বে ঘাটে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ভেসে গেল। দিল্লি থেকে বন্ধুদের সঙ্গে ঋষিকেশে বেড়াতে এসেছিলেন ওই যুবক।
এসডিআরএফ-এর ইনচার্জ কাবিন্দ্র সাজওয়ান জানিয়েছেন, শনিবার সকালে চার বন্ধু দিল্লি থেকে ঋষিকেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন, দিল্লির নিউ শাহদারার বাসিন্দা অবিনাশ কাপুরের ছেলে অর্চিত কাপুর, লক্ষ্মণঝুলার বোম্বে ঘাটে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ভেসে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এসডিআরএফ ও পুলিশের দল। তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজে পুনর্বহাল করা হোক।

একমহিলা

● প্রথম পাতার পর
দের্ববমা এবং প্রিয়া দের্ববমা। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল।
পুলিশী তদন্তে পিস্তলকান্ডে আরও এক যুবতীর নাম উঠে আসে। গতকাল তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে কল্যাণপুরের বাসিন্দা রেমরেমী দেববর্মা(২০)। তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ভিসা জটিলতা কাটলেই মুমতারিন আসবেন কলকাতায়

ঢাকা, ১ জুন (হি. স.) : ভিসা জটিলতায় দেরি হচ্ছে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মেয়ে মুমতারিন ফেরদৌস ডরিনের কলকাতায় আসা। এই ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে কলকাতায় ডরিনকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ভিসা জটিলতার জন্য কলকাতায় আসতে পারছেন না তিনি। শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন, নিউ টাউনের ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্কে উদ্ধার হওয়া দেহাংশ তাঁর বাবার কিনা তা নিশ্চিত করতে তাঁকে এবং তাঁর কাকা আবেদ আলীকে কলকাতায় ডেকেছিলেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান। ডরিন জানান, আবেদ আলীর ভিসা প্রস্তুত থাকলেও তিনি ভিসা হাতে পাননি।তিনি বলেন, ''এই কারণে আমরা কলকাতায় যেতে পারছি না। রবিবার ভিসার জন্য আমি ভারতীয় হাইকমিশনে যাব। সেখানেও যদি ভিসা না পাওয়া যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করব।'' যদিও বাংলাদেশের পুলিশের আশা এই জটিলতা কেটে যাবে। দু-একদিনের মধ্যে কলকাতা আসতে পারবেন ডরিন এবং আনারের ভাই।নারকীয় এই হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ঢাকা থেকে ৩ জন, কলকাতা থেকে ১ জন এবংনেপালে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে। তবে এখনও অধরা আখতারুজ্জামান। এই মামলার দুই অভিযুক্ত শিমুল ভূঁইয়া ও তরুণী শিলাস্তা রহমান-সহ তিনজন ঢাকায় গ্রেফতার হয়ে হেফাজতে আছেন।

াঙ্গন

এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন চলমান সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চলমান সংঘ। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। সুপার ফোরে সেরার শিরোপা চলমান সংঘের ঘরে। দারুন কাম ব্যাক বলা যেতে পারে। ক-দিন আগে শেষ হওয়া সন্তোষ মেমোরিয়াল ৮ দলীয় আসরে চতুর্থ স্থান পেয়ে এ ডিভিশন সুপার ফোরে খেলার ছাড়পত্র পেলেও চ্যাম্পিয়ন খেতাবের মধ্য দিয়ে দারুন ভাবে ঘুরে দাঁড়ালো চলমান। তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় পোলস্টারের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ের টার্গেটে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবেই ম্যাচটি শেষ হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে চলমান সংঘ প্রথম দুটি ম্যাচের মতোই ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনের শুরুতে চলমান সংঘ শুক্রবারের সংগৃহীত ১৯৯ রানেই ইনিংস শেষ করলে ১০৭ রানে লিড পায়। পোলস্টার বিশেষ করে প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সরাসরি পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে দৃঢ়তা পূর্ণ ব্যাট চালায় ৬২.২ ওভার খেলে ২৩৬ রানে শেষ করে।

এবার জয়ের জন্য ১৩০ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলমান সংঘ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। কিন্তু হাতে ওভার সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল। খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ৪৩ রান সংগ্রহ করে। দু-দিনের খেলায় চলমান সংঘের ইনিংসে কৃষ্ণধন নমঃর ৬৭ রান এবং সৌমেন মোহান্তির ৪৬ রান যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি পোলস্টারের দ্বীপায়ন দেববর্মার ৫৫ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে অঙ্কিত বিশ্বকর্মা ৪৬ রানে ছটি এবং কৃষ্ণধন নমঃ ২০ রানে চারটি উইকেট পায়। পোলস্টারের চিরঞ্জীব দেবনাথ পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৮ রানের বিনিময়ে। বোলিং এবং ব্যাটিং উভয় ক্ষেত্রে দারুণ পারফরম্যান্স অর্থাৎ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে চলমানের কৃষ্ণধন নমঃ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, তিন ম্যাচ থেকে তিন করে পয়েন্ট পেয়ে এককভাবে সর্বাধিক ৯ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে চলমান সংঘ পেয়েছে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা।

শংকরের ১১ উইকেট সত্ত্বেও পিছিয়ে কসমো লিড নিয়ে এ ডিভিশন সুপারে রানার্স হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সরাসরি জয় না পেয়েও জিৎ হার্ভের। প্রথম ইনিংসে লিড থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তি। বিশেষ করে এই ৩ পয়েন্টের সুবাদেই হার্ভের ঘরে রানার্সআপ ট্রফি। সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্লাব লীগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন দল হার্ভে এ ডিভিশন সুপার ফোরে রানার্স খেতাব পেয়েছে। প্রথম ম্যাচে চলমানের সঙ্গে অমীমাংসিত খেলায় প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে এক পয়েন্ট পেলেও পোলস্টারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচটি বৃষ্টি ও মন্দ পরিস্থিতির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় দুই-দুই করে পয়েন্ট পেয়েছিল।

তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলায় দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে শনিবার হারবে কসমোপলিটনের সঙ্গে অমীমাংসিত অবস্থায় খেলা শেষ করেছে।

অন্তিম দিনের শুরুতে এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন ১৫১ রানে পিছিয়ে থেকে প্রথম ইনিংসের অবশিষ্ট খেলায় ৩৬.২ ওভার ব্যাট করে বাকি ৭ উইকেটে ১১৬ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। ১৮৮ রানে ইনিংস শেষ করলে হার্ভে লিড পায় ৪৫ রানে।

পরবর্তী সময়ে হার্ভে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৪৯ ওভারে আট উইকেটে ১৭১ রান সংগ্রহ করে।

ব্যাটিং লাইন আপে হার্ভের স্বরাব শাহানির ৭৮ রান, আরমান হোসেনের ৭৪ রান এবং কসমোপলিটনের বাবুল দে-র ৫১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে কসমোপলিটনের সংকর পাল ৬১ রানে ৬ উইকেট এবং ৬৫ রানে ৫ উইকেট অর্থাৎ দুই ইনিংসে ১১ উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া প্রখর বার্মা পেয়েছে ৪ উইকেট ১৪ রানের বিনিময়ে।

আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪: গ্রুপ ”এ” বিশ্লেষণ

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): গ্রুপ ”এ” তে আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই শক্তিশালী দল ভারত ও পাকিস্তান, সহ-আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা এবং আইরিশ দল।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যাত্রা ২০০৭ সালে। সেবার ধোনির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত।

দলের মূল খেলোয়াড়:

**রোহিত শর্মা : অভিজ্ঞ অধিনায়ক তার ব্যতিক্রমী ব্যাটিং এবং নেতৃত্বের দক্ষতা দিয়ে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন।

**বিরাট কোহলি: বিশ্ব ক্রিকেটের একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় সেই সঙ্গে দলেরও। তার ওপর দল অনেকখানি নির্ভর করছে।

**জসপ্রিত বুমরাহ: চোট কাটিয়ে ফিরে আসা বুমরাহের বোলিং ভারতের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

স্কোয়াড বিশ্লেষণ:

অভিজ্ঞ এবং তরুণ প্রতিভার মিশ্রনে ভারতের দল তৈরি হয়েছে। যেখানে ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিভাগেই শক্তিশালী খেলোয়াড় রয়েছে। ঋষভ পান্ত, সূর্যকুমার যাদব এবং হার্দিক পান্ড্য, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেলের মতো অল রাউন্ডরা রয়েছেন।

কবে কবে ম্যাচ রয়েছে:

**আয়ারল্যান্ড: ৫ জুন, নিউইয়র্ক
**পাকিস্তান: ৯ জুন, নিউইয়র্ক
**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ১২ জুন, নিউইয়র্ক
**কানাডা: ১৫ জুন, ফ্লোরিডা

পাকিস্তান:

বাবর আজমের নেতৃত্বে, পাকিস্তান তাদের সাম্প্রতিক আইসিসি ইভেন্টের শক্তিশালী দল। তাদের স্কোয়াডে রয়েছে অভিজ্ঞ এবং উদীয়মান খেলোয়াড়।

দলের মূল খেলোয়াড়:

**বাবর আজম:পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপের মূল ভিত্তি এবং তার ধারাবাহিকতা এবং নেতৃত্বের জন্য খুবই পরিচিত।

**শাহীন আফ্রিদি:দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ বোলার। পাকিস্তানের পেস আক্রমণের নেতৃত্ব—এ তিনিই থাকবেন।

এছাড়া বোলিংয়ে নাসিম শাহ এবং শাদাব খান নেতৃত্বে থাকবেন।ব্যাটিংয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং ফখর জামানের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানরা রয়েছেন।

কবে কবে খেলা:

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: জুন ৬, টেক্সাস
**ভারত: ৯ জুন, নিউইয়র্ক
**কানাডা: ১১ জুন, নিউইয়র্ক
**আয়ারল্যান্ড: ১৬ জুন, ফ্লোরিডা।

আয়ারল্যান্ড:

পল স্টার্লিংয়ের নতুন নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে। লড়াইয়ের মনোভাবের জন্য আয়ারল্যান্ড পরিচিত। আয়ারল্যান্ডের লক্ষ্য প্রথমবারের মতো গ্রুপ পর্ব ছাড়িয়ে পরের রাউন্ডে যাওয়ার।

দলের মূল খেলোয়াড়:

**পল স্টার্লিং:টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।তিনি দলের অধিনায়ক। স্টার্লিং-এর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দলের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

স্কোয়াড বিশ্লেষণ:আয়ারল্যান্ডের স্কোয়াডে রয়েছে অভিজ্ঞ এবং প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা। রয়েছে শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ এবং ভারসাম্যপূর্ণ বোলিং আক্রমণ।

কবে কবে খেলা:

**ভারত: ৫ জুন, নিউইয়র্ক
**কানাডা: জুন ৭, নিউইয়র্ক
** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ১৪ জুন, ফ্লোরিডা
**পাকিস্তান: ১৬ জুন, ফ্লোরিডা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

এবারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মধ্যে দিয়ে তাদের অভিষেক। যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য প্রথম বিশ্ব মঞ্চে এসে কিছু একটা করা। মোনাঙ্ক প্যাটেলের নেতৃত্বে, দলটিতে স্থানীয় প্রতিভা এবং কোরি অ্যান্ডারসনের মতো অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিকদের মিশ্রণ রয়েছে।

দলের মূল খেলোয়াড়:

**আলি খান:মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ বোলার। বিশ্বজুড়ে টি-টোয়েন্টি লিগে তার ভালো পারফরম্যান্সের রয়েছে।

কবে কবে খেলা:

**কানাডা: ১ জুন, ডালাস
**পাকিস্তান: জুন ৬ টেক্সাস
**ভারত: ১২ জুন, নিউইয়র্ক
**আয়ারল্যান্ড: ১৪ জুন, ফ্লোরিডা

কানাডা:

এবারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কানাডার অভিষেক। সাদ বিন জাফরের নেতৃত্বে কানাডার অভিজ্ঞ স্কোয়াড শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে এবারের বিশ্বকাপে।

দলের মূল খেলোয়াড়:

সাদ বিন জাফর :তিনি অধিনায়ক এবং মূল অলরাউন্ডার।জাফরের অভিজ্ঞতা কানাডার সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

স্কোয়াড বিশ্লেষণ:ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্যপূর্ণ। দলে রয়েছেন রবিন্দরপাল সিং এবং জেরেমি গর্ডনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা।

কবে কবে খেলা:

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: জুন ১, ডালাস
**আয়ারল্যান্ড: জুন ৭, নিউইয়র্ক
**পাকিস্তান : ১১ জুন, নিউইয়র্ক
** ভারত: ১৫ জুন, ফ্লোরিডা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পিচ তৈরির জন্য ১৪ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

নিউ ইয়র্ক, ৩০ মে (হি. স.):যুক্তরাষ্ট্রের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে ড্রপ-ইন পিচে। এই মাঠেই হবে ভারত পাকিস্তানের খেলা। আর এই মাঠের পিচ তৈরির জন্য প্রায় ১৪ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পিচ আনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড থেকে।এই মাঠের পিচ তৈরি করেছে ‘অ্যাডিলেইড ওভাল টার্ফ সলিউশন্স।’’ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কিউরেটর ড্যামিয়ান হাউ। গত অক্টোবরে থেকে হাউ ১০টি পিচ তৈরির কাজ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মাঠ গুলোতে। প্রতিটি পিচকে ভাগ করা হয়েছে দুটি ট্রে-তে।

ম্যাচ খেলার মতো ৪টি ও অনুশীলনের জন্য ৬টি পিচ তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য,অ্যাডিলেডে থেকে পিচগুলো আনা হয়েছে। পিচগুলো জাহাজে করে প্রথমে আনা হয়েছে ফ্লোরিডায়। তারপর ফ্লরিডা থেকে সড়কপথে আনা হয়েছে নিউইয়র্কে। অত্যাধুনিক ক্রেনের সাহায্যে মূল মাঠে বসানো হয়েছে চারটি পিচ।

কেমন হবে পিচ:

কিউরেটর ড্যানিয়েন হাউ বলেছেন, “আমাদের লক্ষ্য ছিল গতি ও সমান বাউন্স থাকবে, সেটাই করা হয়েছে।আমরা বিনোদনকারি ক্রিকেট চেয়েছি , তবে চ্যালেঞ্জ থাকবে এখানে।”

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল নিয়ে বেলের ভবিষ্যৎবাণী

ওয়েলস, ১ জুন (হি. স.): কাতার বিশ্বকাপের পর অবসর ঘোষণা করেন রিয়ালের সোনালী প্রজন্মের ফুটবলার গ্যারেথ বেল। তার প্রিয় ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদই শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স হবে বলে ধারণা।

শনিবার ওয়েম্বলির ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। ওই ম্যাচ নিয়ে ভবিষৎবাণী করেছেন প্রাক্তন এই ওয়েলস ফুটবলার। শুধু তাই নয়, তিনি বলছেন প্রাক্তন ক্লাব জয়ী হবে ৩-০ গোলে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন এখনও প্রিয় ক্লাবকে ভালোবাসি আমি।’

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল:রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুশিয়া ডর্টমুন্ড হেড টু হেড রেকর্ড

মাদ্রিদ, ১ জুন (হি. স.): শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ এবং বরুশিয়া ডর্টমুন্ড উয়েফা। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে, ভারতীয় সময় ১২.৩০ মিনিটে খেলা শুরু হবে।

প্রতিযোগিতায় দুই দল শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল ২০১৭ মরসুমের গ্রুপ পর্বে। সেবার রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ গোলে জিতেছিল।

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুশিয়া ডর্টমুন্ড হেড টু হেড রেকর্ড:

**ম্যাচ হয়েছে: ১৪টি
**রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে : ৬টি।
**বরুশিয়া ডর্টমুন্ড জিত: ৩টি
**ড্র হয়েছে : ৫ টি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

যাত্রী ট্রেন চললেও সড়কপথ বন্ধ

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১ নম্বর ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) একটি অতিরিক্ত দল পাঠানো হয়েছে। অতিরিক্ত দলকে আজ শনিবার গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক (এলজিবিআই) বিমানবন্দর থেকে আকাশপথে কাছাড় জেলার কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে এবং সেখান থেকে জেলা সদর শহর শিলচরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই দল ইতিমধ্যে বরাক উপত্যকায় মোতায়িত এনডিআরএফ টিমের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বন্যার্তদের উদ্ধারে নিয়োজিত হবে।প্রসঙ্গত, এনডিআরএফ বরাবরই বন্যা বা অন্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের উদ্ধার ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এনডিআরএফ দক্ষ এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত সব ধরনের পরিস্থিতি পরিচালনা করতে সক্ষম।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে গত ২৭ মে থেকে টানা বৃষ্টিপাতের ফলে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির পাশাপাশি ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলঙে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ডিমা হাসাওয়ের বুক চিরে ধাবিত পাহাড় লাইনের কয়েকটি স্থান, হাফলং-শিলচর মহাসড়ক, মেঘালয়ের সোনাপুরে ধস পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম অবশেষে পাঁচদিন পর লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে শুরু হল যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা। আজ শনিবার বিকাল তিনটায় লামডিং থেকে বদরপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে পূর্বোত্তর সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ পূর্বোত্তর সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস পাহাড় লাইনের নিউহাফলং স্টেশন ছেড়ে যায়।

এছাড়া শনিবার দুপুরে গুয়াহাটি-আগরতলা বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন গুয়াহাটি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। অন্যদিকে শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সন্ধ্যা সাতটায় নিউহাফলং স্টেশন ছেড়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে ধস পতনের ফলে প্রায় পাঁচ দিন পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার পর আজ শনিবার বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মণিপুরের রেল যাত্রীদের জন্য স্বস্তির খবর নিয়ে এসেছে।ডিমা হাসাও জেলায় লাগাতার বর্ষণের দরুন ধস নেমে বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম এবং ডিমা হাসাও জেলা বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে রেলকর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইন থেকে ধস সরিয়ে রেল পথটি সচল করে তুলেন।এদিকে পাহাড় লাইনে পুনরায় রেল চলাচল শুরু হলেও শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের পিট লাইন বরাক নদীর জলে প্লাবিত করয় শনি এবং রবিবার শিলচর থেকে চলাচলকারী সব ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে দিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।উল্লেখ্য, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ যদি বর্ষার মরশুমে পাহাড় লাইন নিয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তা-হলে এ ধরনের আরও বিপর্যয় ঘটতে পারে। কারণ, ২০২৪ সালে এ নিয়ে দু-দুবার লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ধস নেমে বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল।

অসহায় পিতা থানায় দ্বারস্থ হয়েও দেখতে পেল না নিজ মেয়েদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: কন্যা সন্তানকে দেখতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ির সদ্যসদের হাতে আক্রান্ত জামাতা। পরবর্তী সময়ে অসহায় পিতা থানায় দারস্থ হলে পুলিশের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পান নি বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আমতলী থানাধীন ফুলতলী এলাকায় বিকাশ দেব স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়াতে স্ত্রী দুই কন্যাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মধুপুর ত্রিশ কার্ড এলাকায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিকাশ দেবের বড় কন্যা ফোন করে বলে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। তারপর বিকাশ দেব মেয়েকে আনার জন্য মধুপুর ৩০ কার্ড নিজ শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসার সময় নিজ শ্যালক সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন প্রচন্ড ভাবে মারধর করে তাঁর কন্যাকে আটকে রেখে দেয়। পরবর্তী সময়ে বিকাশ দেব আমতলী থানায় নিজ শ্বশুর বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আমতলী থানা সাফ জানিয়ে দেয় যেহেতু ঘটনা মধুপুর থানা এলাকায় তাই মধুপুর থানায় মামলা করার জন্য।সেই অনুযায়ী মধুপুর থানায় চলে আসে পিতা বিকাশ দেব। কিন্তু মধুপুর থানা মামলা হাতে নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিকাশ দেব সহ তার বাবা ও বোনকে ডেকে থানায় নিয়ে সাফ জানিয়ে দেয় মধুপুর থানা মামলা গ্রহণ করবে না।

চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। গ্রাহক সেজে দোকান থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে আজ বিশালগড় ব্রিজ চৌমুহনীতে এলাকাবাসী এক চোরকে আটক করেছেন। পরবর্তীতে চোরের মাথা ন্যাড়া করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিশালগড় ননী শ্রী গিফট হাউজে গ্রাহক সেজে দোকানে এসে দোকান মালিকের কাছে ঠান্ডা পানীয় চাই। দোকানের মালিক ঠান্ডা পানি দেওয়ার পথে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে এক চোরকে আটক করেছে। চড়িলাম এলাকার এক প্রখ্যাত চোর বলে পরিচিত। চোরকে আটক করে মাথা ন্যাড়া করে খবর দেয় থানায়।পুলিশ এসে ব্যবসায়ীদের হাতে আটক চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

যান দুর্ঘটনায় গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। বীরচন্দ্রমনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় গুরতর আহত হয়েছে দুইজন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল ৪ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০৮ এফ ৬২৬৬ নম্বরের বাইককে একটি অটো গাড়ী সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছে। এতে করে বাইকে থাকা চিরঞ্জীত রিয়াং (১৮) ও রামোজী রিয়াং (২০) জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা। দমকলকল বাহিনীর কর্মীরা সঠিক সময় মতো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে ও দুর্ঘটনার সঙ্গে জরিত অটোকে আটক করতে মাঠে নামলো পুলিশ।

ভোট গণনার কৌশল নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের এক্সেিটিভ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত ভোট গণনার কৌশল নিয়ে আজকের এই বেঠক বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিন শ্রী সাহা বলেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় দুই দফায় লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৪ জুন ভোট গণনা কেন্দ্রগুলিতে কাউন্টিং এজেন্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিভাবে তাঁরা কাজ করবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।পাশাপাশি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎ কর্মীর হুমকির মুখে এলাকার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন : দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে শনিবার অভিযোগ জানাতে গেলে বিদ্যুৎ কর্মীর হুমকির মুখে এলাকার মহিলারা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে এক বিদ্যুৎ কর্মীর বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবত ধরে ঘুঘুর বাসা বেধে আছে লংতরাইভেলির বিদ্যুৎ দপ্তরটি মন খুশিমতো কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু জনগণকে বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে দিচ্ছেন না। দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে গ্রুপ ডি কর্মীর ও একই অবস্থা। এলাকার মানুষ বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেয়ে চরম দুভোর্গে পোহাতে হচ্ছে তারপরও নেই কোন হেলদোল।

শনিবার দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে ছৈলেংটা ফিসারী পাড়ার সকল মহিলারা ফেডকো অফিসে অভিযোগ জানাতে যায়। তখনই দপ্তরে এক কর্মী যার নাম কন্দপ দেববর্মা ওরফে কাটাপ্পা মহিলাদের সাথে বাজে ব্যবহারের পাশাপাশি অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুমকি দিতে থাকে। অফিস কর্মীর এই ধরনের আচরণ দেখে অভিযোগ জানাতে আশা মহিলারা হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ছাত্র আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন: মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের এক ছাত্র। তার মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু- বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশি।

জানা গিয়েছে, চড়িলাম বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ছাত্র অমিত রায় ওরফে সাগর এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তার বাড়ি চড়িলাম কালীটিলা এলাকায়। সে মা-বাবার একমাত্র সন্তান। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়েছিল সে। তারজন্য স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা সাগরকে বিভিন্নভাবে বকাবকি করেছিলেন বলে অভিযোগ। তারপর তাঁর বাবাও বাড়িতে অনেক বকাবকি করেছিলেন। সেই অভিমানে গত সোমবার ঘাস মারার ঔষধ খেয়ে ফেলেছিল সে। তারপর পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাকে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জিবি হাসপাতালে সানান্তর করেন। দীর্ঘ পাঁচ লড়াই করে গতকাল মধ্যরাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ছাত্র অমিত রায়। শনিবার দুপুরে অমিত রায়ের মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসতে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পাড়া প্রতিবাশী।

এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক নম্বর কম পাওয়ার ফলে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং বাড়ির অভিভাবকরা তাকে বিভিন্নভাবে বকাবকি করেন।

সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রখ্যাত তবলচি গোপাল চন্দ্র পালের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে শনিবার খোয়াই জেলার প্রবীনতম , প্রখ্যাত তবলচি গোপাল চন্দ্র পালের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। খোয়াইয়ের অতীত দিনের প্রখ্যাত তবলাবাদক, প্রবীণ তবলাশিল্পী।নতুন প্রজন্মের অনেকেই চেনেন না গোপাল পালকে। কিন্তু অতীতে রাজ্য ও বহিঃর্রাজ্যের অনেক জ্ঞানী গুণী শিল্পী চেনেন এই গোপাল চন্দ্র পালকে।প্রচারের অন্তরালে থাকা এক নিরলস যন্ত্রশিল্পী।অনেক বিশিষ্ট শিল্পীর সাথেই তবলায় সঙ্গতদান করেছেন তিনি।দীর্ঘ সময়ের সাধনায় হয়েছেন তবলার শিল্পী।খোয়াই তথা সারা রাজ্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে কুড়িয়ে এনেছেন দুর্লভ সম্মান।অনেকেই বলেন যে, গোপাল চন্দ্র পালের হাতের যাদুতে তবলা যেন কথা বলতো।তার হাতের স্পর্শে তবলায় যেন ফুটে উঠতো গানের কলি।

গোপাল পালের তবলার বোলে অনেক ছোট বড় অনুষ্ঠানে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন দীর্ঘক্ষণ।গোপাল চন্দ্র পাল বর্তমানে অসুস্থ।দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধেছে এই প্রবীণ শিল্পীর শরীরে।আজ তিনি গৃহবন্দি।অনেকটাই যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।বিছানাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।আর শিয়রে এক জোড়া তবলা।অসুস্থ তিনি।তবু অশক্ত শরীরেও প্রতিদিন সকাল বিকেল নিয়ম করে তবলা দুটোতে হাত বোলান।বাজাতে পারেন না।হাতের আঙুল আর এখন সেরকম সায় দেয়না।তবু তবলাজোড়ায় এতটুকু ধূলোবালি জমতে দেন না।সন্তানের মতোই তবলাজোড়ায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন নিজের হাতে।প্রথমে বঙ্কু গোস্বামী ও পরে যুগল সরকারের কাছে তালিম নিয়েছেন তবলায়। শনিবার সকালে জেলা শহরের সুভাষপার্কে প্রবীণ ও অসুস্থ এই তবলাশিল্পীর বাড়ীতে গিয়ে তাকে দেখে আসেন ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের খোয়াই বিভাগীয় কমিটির নেতবৃন্দ সহ সংগঠনের বেশ কয়েকজন সদস্য সদস্যা।সবাই শিল্পীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।সবাই চান , শিল্পের এই সাধক যেন আবার তার হাতের যাদুতে তবলার বোল থেকে ফুটে উঠা কথায় মাতিয়ে তুলতে পারেন সমবেত দর্শক শ্রোতাদের।সংগঠনের সদস্যরা বলেন , সংস্কৃতি আবার আপনাকে চায় এই গুণী শিল্পীকে।প্রবীণ তবলাশিল্পীর হাতে এদিন সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া তুলে দেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস।শিল্পীর গলায় উত্তরীয় জড়িয়ে দেন সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের প্রবীণ বিভাগীয় সংগঠক উত্তম সিনহা।শিল্পীর হাতে মানপত্র তুলে দেন সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি শচীন্দ্র দেববর্মা।তার আগে মানপত্রটি পাঠ করে শোনান সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের বিভাগীয় সহ সম্পাদক অতনু দত্ত।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সদস্য অসীম দেব, ভূপাল ঘোষ প্রমুখ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উনারা প্রত্যেকেই শিল্পীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।